NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিচারের বাণী কি তবে এবারেও কাঁদবে নীরবে

পুলিশের কাছে হেরে গেল মোহনবাগান ৮

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৩ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.9.2024, Vol.18, Issue No. 91 8 Pages, Price 3.00

আরজি করে ধর্ষণ-খুনের একমাস পার ● বিচারের দাবিতে ক্লান্তিহীন প্রতিবাদ জারি জনতার

সব নজর সুপ্রিমেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে আজ, সোমবার হতে চলেছে আরজি কর মামলার শুনানি। আজ সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। আপাতত সে দিকেই নজর গোটা দেশের।

৫ সেপ্টেম্বর, গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। সে দিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ না বসায় শুনানি পিছিয়ে যায়। রবিবার রাজ্যজুড়ে একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে জুনিয়র চিকিৎসক সহ আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন সংগঠন। সঙ্গে ছিল 'মেয়েদের রাতদখল'-এর কর্মসূচিও।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির জন্য আশা করেছিল গোটা দেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ শীর্ষ আদালতের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ বসছে না। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। তাঁরা বৃহস্পতিবার ১০ নম্বর কোর্টের কিছু মামলা শুনবেন বলে জানানো হয় গত বুধবার। তাঁদের বেঞ্চে কোন কোন মামলা উঠবে, পরে নতুন করে তার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকাতে আরজি কর মামলা ছিল না। ফলে বৃহস্পতিবার যে শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না, তা এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল বুধবার রাতে। হতাশ হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ।

তবে রবিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকের মৃত্যুর পর ৩০ দিন পূর্ণ হল। এবারের বিচারের দাবিতে সুর আরও চড়া করল নির্যাতিতার পরিবার। মৃতা চিকিৎসকের মা অভিযোগ করলেন, প্রশাসনিক অসহযোগিতার। এর পাশাপাশি বাবা প্রশ্ন তুললেন পুলিশি তদন্ত নিয়ে। আর কাকিমা আবেদন করলেন, যত দিন না বিচার মিলছে, ততদিন যেন এই আন্দোলন চালিয়ে যায় নাগরিক সমাজ। তাঁদের দাবি, দ্রুত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার।

রবিবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ধর্মতলার উদ্দেশে মিছিল করেন চিকিৎসকরা। সেই মিছিলে ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা সহ পরিবারের সদস্যরা। সকলের দাবি একটাই, দ্রুত বিচার। আজ আরজি করের ঘটনার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' আমরা বিচার চাই স্লোগানের বদলে নির্যাতিতার কাকিমা বললেন, 'উই ডিমান্ড জাস্টিস' অর্থাৎ বিচার আমাদের দাবি। তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিকিৎসকরাও এদিন দাবি করেন, 'একটাই দাবি আমাদের। বিচার চাই। এ বার সুপ্রিম কোর্টের পরীক্ষা। আমরা আশাহত হয়ে আছি, আমাদের আশা পূরণ করতে পারে শীর্ষ আদালতই।'

রবিবার ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা জানান, সহজে বিচার পাবেন না, তাঁরা সেটা জানেন। কিন্তু সবাই পাশে থাকলে মেয়ের মৃত্যুর বিচার তিনি ছিনিয়ে আনবেন। তিনি বলেন, 'মেয়ের সঙ্গে যে জঘন্য অপরাধ হয়েছে, তার যে সম্মিলিত প্রতিবাদ হচ্ছে, তাতে আমি সাহস পেয়েছি। সবাইকে বলতে চাই, আমার সঙ্গে থাকুন। যা পরিস্থিতি দেখছি, বিচার সহজে পাব না। বিচার আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আশা করি, সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন। আপনারাই আমার সাহস।'

মৃতা চিকিৎসকের মা ধন্যবাদ জানান সকল আন্দোলনকারীকে। তিনি আঙুল তোলেন পুলিশ-প্রশাসনের দিকে। নির্যাতিতার মা বলেন, 'সরকার, পুলিশ-প্রশাসন প্রথম থেকে আমাদের অসহযোগিতা করেছে। তারা সহযোগিতা করলে আমরা আশার আলো দেখতাম। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রমাণ লোপাট করেছে পুলিশ। শুধু একটাই আবেদন, যত দিন আমার মেয়ে বিচার না পায়, আপনারা আন্দোলন জারি রাখুন।'

এর আগে কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে লালবাজার অভিযান করেন চিকিৎসকরা। সেই মিছিল বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের কাছে ব্যারিকেড করে রুখে দেয় পুলিশ। জুনিয়র চিকিৎসকরা সেখানেই রাতভর অবস্থান করেন। পরের দিন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। গোয়েলের হাতে পদত্যাগের আর্জিপত্র তুলে দেন চিকিৎসকরা। রবিবার চিকিৎসকদের আর এক মিছিল থেকে নির্যাতিতা মৃতা তরুণীর কাকিমা বলেন, 'ছোট থেকে যে মেয়েটাকে বড় হতে দেখেছি, বাপি-মায়ের সঙ্গে যে কাকিমা ডাক শুনেছি মেয়েটার গলায়, আমাকে কাকিমা বলার মতো আর কেউ নেই।' তাঁর সংযোজন, 'শুধু বলতে চাই, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' না। 'উই ডিমান্ড জাস্টিস'। আপনারাও সবাই বলুন, আমদের দাবি 'জাস্টিস'। যত দিন না এই ঘটনার সুবিচার আসে, ততদিন আপনারা কেউ রাস্তা ছাড়বেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা হয়তো প্রতিদিন রাস্তায় নামতে পারি না। অনেক প্রতিকূলতা থাকে। বাধা আছে। কিন্তু আপনারা কেউ এই জায়গা ছাড়বেন না।' তাঁর বলা শেষ হতেই সমস্বরে সবাই বলে ওঠেন, 'উই ডিমান্ড জাস্টিস'।

এক স্বরে রবি-পথে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকের মৃত্যুর পর একমাস পার হলেও, আন্দোলনে ভাটা পড়েনি এতটুকুও। এবারের বিচারের দাবিতে সুর আরও চড়া করল নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের দাবি, দ্রুত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে জারি রয়েছে আন্দোলন। দাবি একটাই। আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চাই। রবিবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ধর্মতলার উদ্দেশে মিছিল করেন চিকিৎসকরা। সেই মিছিলে ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা সহ পরিবারের সদস্যরা। সকলের দাবি একটাই, দ্রুত বিচার। নির্যাতিতার মায়ের কথায়, 'ছোট থেকেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। বলত, 'আমি ডাক্তার হব মা।' রবিবার চিকিৎসকদের আর এক মিছিল থেকে চিকিৎসকের কাকিমা কান্নাভেজা গলায় জানান, মৃত্যুর দিন দশেক আগে বাড়িতে দুর্গাপুজো করবেন বলে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তার ১০ দিন পরে যে এমন নিষ্ঠুর দিন অপেক্ষা করছে, কল্পনা করতে পারেননি বলেও জানান।

একই দাবিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন টলিপাড়ার শিল্পী ও কলাকুশলীরা। একাধিক মিছিল ও জমায়েতে যোগ দিয়েছেন টলিউডের বহু অভিনেতা। রবিবার ফের পথে নামেন টলিপাড়ার শিল্পীরা। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন টলিউডের শিল্পী এবং কলাকুশলীরা। এদিনের মিছিলে সামিল হন মানসী সিংহ, অপরাজিতা আঢ্য, সোহাগ সেন, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদশা মৈত্ররা। রবিবারই টলিপাড়ার এক মহিলা শিল্পী অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তোলেন। সেই জয়জিৎও পা মিলিয়েছেন প্রতিবাদী মিছিলে।

মিছিলের মাঝেই পরিচালক-অভিনেতা মানসী সিনহা অটোয় উঠে হাতে মাইক নিয়ে শুরু করেন স্লোগান দেওয়া। 'বিচার চাইছে জনতা, উত্তর দাও ক্ষমতা', মানসীর স্লোগানে গলা মেলান মিছিলে থাকা প্রতিবাদীরা। কোনও ভাবেই প্রতিবাদ থামবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন বাদশা মৈত্রও। আন্দোলন যাতে কোনও ভাবে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বাধা না তৈরি করে, সে দিকেও নজর রাখেন অভিনেতারা। তাই বাঙুর হাসপাতালের সামনে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গাড়িকে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা করে দেন তাঁরা। তবে বাঙুর হাসপাতালের সামনে থমকে যায় শিল্পীদের মিছিল। শিল্পীরা স্লোগান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একদিকে টলিপাড়ার মিছিল, অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে অবরুদ্ধ হয় রাসবিহারী। টালিগঞ্জ থানার সামনে থাকা ব্যারিকেড সরিয়ে দেয় পুলিশ।

অভিনেতাদের হুঁশিয়ারি, 'বিচার যত পিছোবে, মিছিল তত এগোবে'। শহরের নানা প্রান্তে রবিবার প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে। রবিবার বিকেলে পথে নামলেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে চিকিৎসকের মৃত্যুর বিচার চেয়ে সরব হন তাঁরা। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান দেন, 'চাইছে পুজোর আঁতুড়ঘর, বিচার চাইছে আরজি কর', 'কুমোরটুলি দিচ্ছে ডাক, আমার দুর্গা বিচার পাক'। মৃৎশিল্পীদের প্রতিবাদে সামিল হন শিল্পী সনাতন দিন্দাও।

রবিবার দুপুর থেকেই কুমোরটুলিতে জড়ো হতে থাকেন মৃৎশিল্পীরা। হাতে তুলে নেন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার। ৮ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজো শুরু। তার এক মাস আগে, এই সময় সাধারণত চরম ব্যস্ততা থাকে কুমোরটুলিতে। সেই ব্যস্ততার মাঝেই রবিবার পথে নামেন মৃৎশিল্পীরা। তাঁরা জানান, এ বারের পুজো নিয়ে তাঁদের কোনও উৎসাহ নেই। পুজো হলে ব্যস্ততাও থাকবে। পুজোর সেই ব্যস্ততার মধ্যেই আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হলেন তাঁরা। প্রতিবাদে সামিল হয়ে রং-তুলি হাতে নেন সনাতন। দুর্গার চোখে এঁকে দেন কালো অশ্রু।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে গান তৈরি করেছেন দিল্লির মিহির বসু এবং বিশাখা বসু। তাঁদের অনুরোধে সেই গান চালানো হয়েছে প্রতিবাদের মঞ্চে। মৃৎশিল্পীদের সংগঠন 'কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতি'র ডাকে রবিবার হয়েছে এই মিছিল। তাতে মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে সামিল হয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। সকলেরই দাবি একটাই, আরজি কর-কাণ্ডের বিচার।

ইতিমধ্যে কলকাতা-সহ জেলার বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সরকারের অনুদান না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সার্বিক ভাবে পুজোয় রাজ্য জুড়ে যে ব্যবসা হয়, এবার তা কতটা হবে তা নিয়েও সংশয়ে বাণিজ্য মহল।

রবিবার রাতে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে আবার পথে নামলেন শহরের দুই প্রধান ফুটবল ক্লাবের সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকদের মিছিল শুরু হয়েছে উত্তর কলকাতায়। সিমলা পল্লিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে থেকে ওই মিছিল শুরু হয়ে যায় শ্যামবাজার পর্যন্ত।

এরপর দুয়ের পাতায়

নবান্নে আজ প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে যখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি, সেই আবহে আজ নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রশাসনিক বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। সোমবার দুপুরে নবান্ন সভাঘরে জরুরি বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে সব দপ্তরের সচিব, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের উপস্থিতি থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারকেও বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর আবহে রাজ্য প্রশাসনের বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যজুড়েই মিছিল প্রতিবাদ চলছে। দীর্ঘদিন ধরে জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতিতে রয়েছে। এমনকি আরজি করে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতে দলের বেশ কিছু নেতা মন্ত্রীর মন্তব্যের জেরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

আরজি কর ইস্যুতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে লালবাজার অভিযান করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে এরপরও সোমবার প্রশাসনিক বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, সোমবারের এই বৈঠক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সবজি, আনাজের দাম আগের থেকে কমলেও আলুর দাম এখন অনেকটা বেশি রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি পুজো প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনার হতে পারে। পুরসভা ইতিমধ্যেই হকার সমীক্ষার রিপোর্ট নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুজোর আগে হকারদের নিয়ে আগামীতে কী পদক্ষেপ হবে তাও নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্ত করছে সিবিআই। দুর্নীতির প্রশ্নে রাজ্যকে যাতে বড়সড় অসস্তিতে পড়তে না হয়, সেজন্য এই পর্যালোচনা বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জহরহীন তৃণমূল-রাজনীতি, ইস্তফায় অনড় মমতার ফোনেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিলেন জহর সরকার। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করবেনই বলে জানিয়ে দিলেন।

রবিবার সকালে নিজের রাজ্যসভার সাংসদ পদ এবং রাজনৈতিক জীবন শেষ করার ঘোষণা করেন প্রাক্তন আমলা জহর। ১১ সেপ্টেম্বর দিল্লি যেতে পারেন তিনি। তার পরেই তাঁর ইস্তফা দেওয়ার সম্ভাবনা। বিকেলে তাঁকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশকিছুক্ষণ কথাও হয় তাঁদের মধ্যে। তখনই মমতা তাঁকে নিজের ইস্তফার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ করেন। কিন্তু দলনেত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জহরবাবু জানিয়ে দেন, এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর আর সাংসদ পদে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন জহর সরকার। তিন বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ করা হয়েছিল বিশিষ্ট এই আমলাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই চিঠির প্রথম স্তবকেই তিনি জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সাংসদ নির্বাচিত করে আপনি আমাকে প্রভূত সম্মানিত করেছেন। বিভিন্ন সমস্যা সরকারের দৃষ্টিগোচর করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করব। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করব।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জহর সরকার এর আগেও তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যা নিয়ে সৌগত রায়-সহ অন্যান্য সাংসদদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। সেই বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেন জহর সরকার। তিনি জানান, সে সময়েই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন, কারণ অপেক্ষা করে গিয়েছিলেন, কারণ সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন-পদক্ষেপ করেছিলেন, তা নিরন্তর চালাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু জহর সরকারের কথায়, তা হয়নি।

এবার চিঠিতে জহর সরকার যে ভাষায় তাঁর কথা তুলে ধরেছেন তা হল, 'মাননীয়া মহোদয়া, বিশ্বাস করুন এই মুহূর্তে রাজ্যের সাধারণ মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও রাগের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি, এর মূল কারণ কতিপয় পছন্দের আমলা, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশীশক্তির আস্ফালন।' তিনি আরও লেখেন, 'সরকারের কোনও বক্তব্যকেই মানুষ বিশ্বাস করছে না। পুরনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে কথা বলছেন না।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি কর কাণ্ডে প্রথমে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি ধরনাতেও বসেছিলেন। এমনকি গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁকে আগাম জামিনের আবেদন করতেও দেখা গিয়েছিল। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ম্যাডাম চেয়ারপার্সন তো তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করার জন্য নন। তাঁকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতির কাছে দিতে হবে। তবে বিনীত গোয়েলকে জুনিয়র চিকিৎসকরা শিরদাঁড়া উপহার দিয়েছেন। জহর সরকারের মধ্যে আমরা যে মানসিকতা দেখলাম তাতে ভালো লাগল। তিনি প্রাক্তন আমলা। স্পষ্টবাদী।' অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, 'একজন ছেড়েছেন, আর একজন ছাড়ুন। স্রোতের অনুকূলে তো কচুরিপানাও ভাসে। উলটোদিকে সাঁতার না কাটলে তো মানুষ জন্ম বৃথা।' যুদ্ধের সময় পালানোর সঙ্গে জহর সরকারের ইস্তফাকে তুলনা করেছেন দেবাংশু।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **Gayatri Mondal Mahali** W/o **Buddheswar Mahali &** D/o **Budhuram Mondal,** residing at Vill-Bhandaria, P.O.: Madpur, P.S.-Kharagpur (L), Dist.-Paschim Medinipur, W.B. PIN : 721149, have changed my name from **GAYATRI MAHALI** to **GAYATRI MONDAL MAHALI** for all purposes vide Affidavit No. 78 dated 03/01/2023 In the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Paschim Medinipur. **GAYATRI MONDAL MAHALI** W/o **Buddheswar Mahali** and **GAYATRI MAHALI** W/o **Buddheswar Mahali** both are same and one identical person i.e. myself & henceforth my actual/correct name with surname is **GAYATRI MONDAL MAHALI** for all purposes.

DEPONENT

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৩৪৪, হাসনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক, পিতা-স্বর্গীয় বিমল পাইক, বিগত ইংরাজী ১১/১২/২০১৯ তারিখে আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১৯ সালের ১৬০৪০০৮২০ নম্বর আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতা মৌজা-জয়েনপুর, জে.এল. নং-৬৬, অন্তর্গত এল. আর.-১১০২ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস. ও এল. আর.- ৬২৫ নং দাগের ০.০৪ শতক জমি জনৈক বিভাস মজুমদার আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২১ সালের ১০০৭৯ নম্বর কোবালা মূলে **"Accipitral Infracon Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2024/1615/15749** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges'& Police Court
Enrollment No. -WB-490/2010

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি অর্চনা গুপ্ত মহাশয়া বিগত ইং ২০২৩ সালে ডি.এস.আর-৩, আলিপুর অফিসে সম্পাদিত ১৮৩৪২ নং কোবালা দলিল বলে জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে ইং ২০১৯ সালে শ্রীমতি সুপ্রিয়া সরদার মহাশয়ার পক্ষে এ.ডি.এস.আর-গড়িয়া অফিসে সম্পাদিত ০০০১১ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমিত তনুশ্রী হালদার মহাশয়ার নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-রানিয়া, এল.আর ৮২৫ নং দাগ ও এল.আর ১৮০৯ নং খতিয়ানে মোট ১০ ছটাক জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য কেস করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/26925 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges'Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

১১ বিজ্ঞপ্তি ১১

আমমোক্তার নামা

১) দীপা মন্ডল স্বামী অজয় কুমার মন্ডল ২) পিয়ালী মন্ডল, ৩) দিশানী মন্ডল ২ ও ৩এর পিতা অজয় কৃষ্ণ মন্ডল, উভয়ের সাকিম-কাজিডাঙ্গা ২ নং গান্ধী কলোনী, নলডাঙ্গা, হুগলী, বিগত ইংরাজি 10/08/2017 তারিখে এ.আর.এ.-III, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4536/2017 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমার মক্কেলগণকে **(১)শ্রী রাম কুমার সিং ২) হরপ্রসাদ সিং,** ১ ও ২ এর পিতা শিব পূজন সিং, **৩)মুকেশ সিং** পিতা রাম কুমার সিং সকলের সাকিম- ৮১/এ, দেওয়ানগাজী রোড, পোঃ ও থানা- বালী, জেলা হাওড়া) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেল ইং 31/10.2019 তারিখে এ.আর.এ.-III, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5476/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী রাজা দাস** পিতা গনেশ দাস ২) **শ্রীমতী অনিমা দাস** স্বামী গনেশ দাস উভয়ের সাকিম নলডাঙ্গা, দাসপাড়া, ব্যান্ডেল, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াকে **'JMT Appartment' সাকিম 2 নং গান্ধী কলোনী, বলাগড়, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, আবাসনে অবস্থিত একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট যাহার পরিমাপ কমবেশী 972 Sq.ft. সুপার বিল্ট আপ এরিয়া** বিক্রয় করেন। **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, জে.এল নং 8, এল. আর. 1116 নং খতিয়ানে, হাল এল. আর. 720 নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী 0.062 একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রী রাজা দাস** পিতা গনেশ দাস **২) শ্রীমতী অনিমা দাস** স্বামী গনেশ দাস তাহাদের নামে খরিদা ফ্ল্যাটটি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও, মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৮০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভুম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই সেপ্টেম্বর। সোম বার । ষষ্ঠী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অতিরিক্ত বিবাহ যোগ।অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের তিরোধান দিবস।
শ্রী শ্রী সূর্য ষষ্ঠী। চাপড়া ষষ্ঠী। মন্থান ষষ্ঠী। অতিরিক্ত বিবাহ নির্ঘণ্ট)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সিএবি-র'২৫ টুর্নামেন্টের পূর্বে রণংদেহী কুমোরটুলি ইনস্টিটিউটের ক্রিকেট টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল শতাব্দী প্রাচীন কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে ক্লাবের সমস্ত শাখা একার হাতে পরিচালনা করছেন ক্লাবের সর্বময় কর্তা কোর্ট নিযুক্ত স্পেশ্যাল অফিসার সর্দার আমজাদ আলী। যিনি প্রাক্তন সাংসদ ও আইনজীবীও বটে। তাঁরই এই ইনস্টিটিউটে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কর্তা প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সাফল্যের দিকে আরও একধাপ এগোলো শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি। সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর সাফল্যের কথা গড়ের মাঠে কারওই অজানা নয়। বিগত কয়েক বছরে কলকাতা ময়দানে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন প্রসেনজিৎ বাবু। ময়দানের দিকপাল কর্মকর্তা শরদিন্দু পালের স্মৃতি বিজড়িত এই ক্লাব। শুরু হতে চলেছে সিএবি'র ২০২৪-২৫ এর মরশুম। ইতি মধ্যেই নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে ময়দানের ক্লাবগুলি। এবার সিএবি'র প্রথম ডিভিশনের মরশুমের জন্য নিজেদের দল তৈরী করে নিল শতাব্দী প্রাচীন কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। ইতি মধ্যেই সিএবিতে গিয়ে নিয়ম মত খেলোয়াড়দের সই করান হয়েছে। অভিজ্ঞ ও নতুন খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এবছরের দল। আগের বছরের মতই এবছরও তাদের দল ভাল ফল করবে বলে জানালেন প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্দার আমজাদ আলী। ক্রিকেটে সাফল্য পেতে তাঁদের যোগ্য সঙ্গদ দিচ্ছেন দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীব ঘোষ।

এয়ারটেল নিয়ে এল 'ফেস্টিভ অফার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর দেশের উৎসব উদযাপনে প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য বিশেষ প্রচারমূলক অফার নিয়ে এল ভারতীয় এয়ারটেল টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবা। চলতি বছর ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬দিনের জন্য বৈধ থাকবে এই 'ফেস্টিভ অফার'। গ্রাহকদের জন্য ৩টি বিশেষ কিউরেট প্যাক আনা হয়েছে। যার মধ্যে থাকছে ভয়েস, ডেটা এবং ওটিটি স্ট্রিমিং পরিষেবার বিশেষ সুবিধা। প্যাকেজগুলির মূল্য যথাক্রমে ৯৭৯, ১০২৯ এবং ৩৫৯৯ টাকা।

সিভিকদের শৃঙ্খলার পাঠ দিতে ৪৫ দিনের কোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের শৃঙ্খলার পাঠ দেবে রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশ। দেওয়া হবে বিশেষ প্রশিক্ষণও। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব কীভাবে সামলাতে হয়, চাকরির সময় কীরকমভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ হিসাবে থাকা উচিত, কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয়, বিভিন্ন আইনের ধারায় কী কী বলা আছে, এ সব বিষয়েই বিশদে পাঠ দেওয়া হবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের।

রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের তরফে যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। চলবে ৪৫ দিন ধরে। জানুয়ারি মাস থেকেই এই প্রশিক্ষণ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারকে এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সিভিক ভলান্টিয়ারদের আচরণ নিয়ে নানা সময়ে প্রশ্ন ওঠে শহর থেকে জেলা সর্বত্র। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগও নেহাত কম নয়। কখনও কখনও কারও কারও ঔদ্ধত্য সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এসব কিছু এবার নিয়ন্ত্রণে আনতেই সিভিকদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ও পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ছিলেন। নবান্ন সূত্রের খবর, এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সামলানো থেকে শুরু করে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানা পর্যন্ত সবকিছু নিয়েই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে কী করণীয় এবং কোন কাজ করা উচিত নয় তা নিয়েও পাঠ দেওয়া হবে। এমনকী আইনের নানা ধারা যা প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাগে সে বিষয়েও সম্যক পাঠ দেওয়া হবে। শহর থেকে জেলা সিভিক ভলান্টিয়ারদের আরও সক্রিয় করতেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত, মনে করা হচ্ছে।

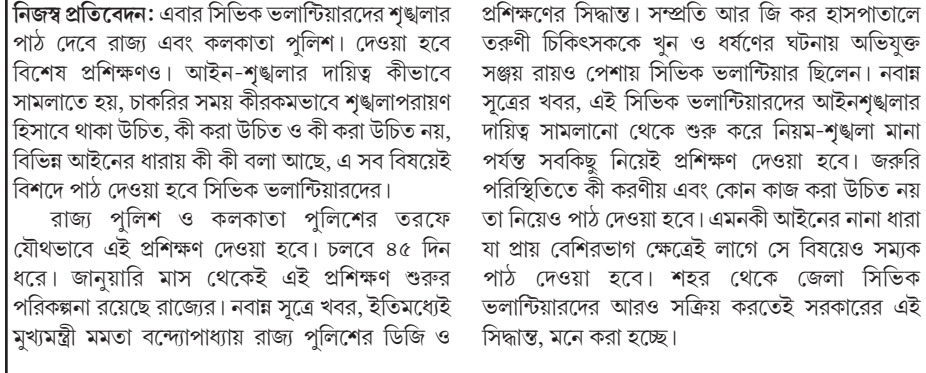

কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাক্তনী হিসাবে শিক্ষা ও সাহিত্যে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতারকে সংবর্ধিত করল কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজ।

মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন। গণেশ চতুর্থীর পরের দিনই রণবীর-দীপিকার সংসারে লক্ষ্মীর আগমন। গণেশ চতুর্থীর আগের দিন সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে সপরিবার পৌঁছেছিলেন তারকা দম্পতি। তার পরের দিনই দক্ষিণ মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে পৌঁছন তাঁরা। রবিবার সকালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন দীপিকা।

নরখাদক নেকড়ের হানায় আতঙ্কে উত্তরপ্রদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নরখাদক নেকড়ের হানায় আতঙ্কে উত্তরপ্রদেশ। ৪টি নেকড়ে ধরা পড়লেও ত্রাস কমেনি। যোগীরাজ্যের বাহরাইচ জেলার কয়েকটি গ্রামে গত মাস দুয়েকের মধ্যেই ৯টি শিশুর প্রাণ গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে এক মহিলারও। নেকড়ের হানায় এভাবে বার বার রক্তাক্ত হয়েছে গ্রামগুলি। আহতের সংখ্যাও কমবেশি ৩৪। কিন্তু কেন ওই অঞ্চলে নেকড়ে এমন ভয়ংকর হামলা চালাচ্ছে? ফরেস্ট কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয় পাঠক এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করছেন, দনেকড়ের স্বভাব প্রতিশোধ দেওয়া। যদি কেউ ওদের বাসা কিংবা শাবকদের ক্ষতি করে থাকে তাহলে ওরা মানুষের উপরে বদলা নিতে হামলা চালাতেই পারে।দ কিন্তু এক্ষেত্রে কি তেমন কিছু ঘটেছিল? বাহরাইচের রামুয়াপুর গ্রামের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রবল বন্যায় এলাকার বহু অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছিল। তার আগে এক আখ খেতের ভিতরে একটি গুহায় তাঁরা নেকড়ের শাবক দেখেছিলেন। সম্ভবত, বৃষ্টির তোড়ে জল ঢুকে যাওয়া ওই গুহার মধ্যে থাকা শাবকটি মারা গিয়েছে। এবং ওর মা-বাবা এর জন্য মানুষকে দায়ী করে বদলা নিতে হামলা চালাতে শুরু করেছে। অন্য নেকড়ে শাবকও মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। এমনিতে নেকড়ে শিকারে অত্যন্ত পটু এক পশু। অন্য বড় বড় হিংস্র জানোয়ারের তুলনায় তারাও মানুষ শিকারে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তবুও এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। সাধারণত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া নেকড়ে লোকালয়ে ঢুকে হামলা চালায় না। বিশেষজ্ঞরা এমনও মনে করছেন, অরণ্যের উপরে মানুষের দখলদারি, বন উজাড় হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনায় বিপন্ন হয়েই বাহরাইচে এভাবে হামলা চালাচ্ছে নেকড়ের দল। তবে ইতিহাস সাক্ষী, উত্তরপ্রদেশে এর আগেও নেকড়ের উপর্যুপরি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

'অভয়া'র বিচার চেয়ে একযোগে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেখা গেল আরজি করের প্রতিবাদী চিকিৎসকদের। রবিবার আরজি কর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ দেখালেন তাঁরা।

ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অভয়া ক্লিনিকে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন এসএসকেএম এর জুনিয়র ডাক্তাররা।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের বিচার চেয়ে ডোরিনা ক্রশিংয়ে বিজেপির ধর্না মঞ্চ ১১ দিনে পড়ল।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে এনআরএস হসপিটাল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করলেন চিকিৎসকরা।

এক স্বরে রবি-পথে

প্রথম পতার পর

ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকরা আরজি করের বিচার চেয়ে আগেও পথে নেমেছিলেন। ফুটবল মাঠে এই দুই ক্লাব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আরজি কর তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছে। মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তাঁরা নানা ভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। প্রতিবাদের আবহে গত ১৮ অগস্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল কলকাতা ডার্বি। সে দিন সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামের সামনে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সমর্থকদের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন মহামেডান ক্লাবের সমর্থকরাও। রবিবার আবার পথে নামল দুই প্রধানের সমর্থকরা। রবিবার ফুটবল সমর্থকদের মিছিলে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের পতাকা, প্ল্যাকার্ডের সঙ্গেই দেখা গিয়েছে প্রতিবাদী স্লোগান। দুই প্রধানের সমর্থকরা পাশাপাশি শুধু হেঁটেছেন তাই নয়, ফুটবল মাঠের শত্রুতা ভুলে এক সুরে গলা মিলিয়েছেন বিচারের দাবিতে। তবে ফুটবল সমর্থকদের সঙ্গে এই মিছিলে পা মিলিয়েছেন শহরের সাহিত্যিক, নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নানা মহলের শিল্পীরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৪ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

সাউথ ক্যালকাটা'ল কলেজের ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কখনও র‍্যাগিং, কখনও বা দাদাগিরির অভিযোগ উঠেই চলেছে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধেও। এবার এমনই এক অভিযোগ উঠল সাউথ ক্যালকাটা'ল কলেজের এক প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর করা হল এক পড়ুয়াকে। যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওই প্রাক্তনী। জানা গিয়েছে, আশিক ইকবাল সাউথ ক্যালকাটা'ল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যেয় তাঁকে ফোন করে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান কলেজের প্রাক্তনী মনোজিৎ মিশ্রা। বর্তমানে এই মনোজিৎ মিশ্রা কলেজের ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসাবে কাজ করেন। আশিকের অভিযোগ, দেখা করতে যাওয়ার পর তাঁকে বাইকে বসিয়ে ফাঁকা রাস্তায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। হঠাৎই আরও বেশ কয়েকজন চড়াও হয় তাঁর উপর। চলে বেধড়ক মার। এই মারের জেরে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়েও পড়েন তিনি। এরপর পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। আশিক বলেন, 'ও হচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দক্ষিণ কলকাতা অরগানাইজেশনের সেক্রেটারি। এক্স স্টুডেন্ট। ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসাবে যোগ দিয়েছে। ও এর আগেও পড়ুয়াদের মেরেছে। যারাই ওর বিরুদ্ধে মুখ খোলে এমন অবস্থা হয়।' আশিক এবং সতীর্থদের অভিযোগ, মনোজিৎ মিশ্রা বেশ কয়েক বছর আগে কলেজ থেকে পাস আউট করেছে। গত বছর কলেজে ক্যাসুয়াল স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। অভিযোগ, কলেজে প্রাক্তনীদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্য এর আগেও আশিককে মারধর করা হয়।

চতুর্থ বর্ষের আর এক ছাত্রীর অভিযোগ, প্রাক্তনীদের র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় তাঁকে এবং তাঁর সহপাঠীদের মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কসবা থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি এতটাই প্রভাবশালী মনোজিৎ মিশ্রা। অস্মী চক্রবর্তী বলেন, 'মনোজিৎ মিষ্টি ভাষী মানুষ। রাজনীতি করে। দল চালায়। বিগত দুবছর ধরে এক্স স্টুডেন্টদের থাকা নিয়ে বিক্ষোভ করছি। অনেককে তাড়িয়েছি। কিন্তু মনোজিৎকে ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসাবে রিক্রুট করা হয়। ওদের কথায় উঠতে হয়। বসতে হয়। সারাক্ষণ হুমকি দেয়। এমনকী এক সময় প্রাণনাশের হুমকিও দেয়।'

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির আরএমও ও এসআর'দের সম্পর্কে তথ্য তলব স্বাস্থ্য ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে টানা আন্দোলনে নেমেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ভবনের এক নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। যে নির্দেশিকা ঘিরে জল্পনা বেড়েছে। এই নির্দেশিকায় রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও), সিনিয়র রেসিডেন্ট (এসআর) চিকিৎসকদের সম্পর্কে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের পর আচমকা স্বাস্থ্য ভবনের এই পদক্ষেপে উঠছে প্রশ্ন।

স্বাস্থ্য ভবনের তরফে পাঠানো নির্দেশিকায় আরএমও এবং এসআর চিকিৎসকদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ফোন নম্বর, আধার এবং প্যান

কার্ড নম্বর চাওয়া হয়েছে। তাঁদের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নথিও চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এই নির্দেশিকার কপি স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের ফিনান্স আধিকারিকের কাছেও পাঠানো হয়েছে। আরএমও এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এই পোস্ট নন-প্র্যাক্টিসিং পোস্ট অর্থাৎ এই পোস্টে থাকা চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের এই তথ্যগুলি যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে বলা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিকে।

গত ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে এক জুনিয়র ডাক্তারের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর নৃশংস পরিণতির প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এই আন্দোলন জারিও রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ভবনের এই নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চিকিৎসক সংগঠনগুলিও। আন্দোলন দমানোর লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ভবন এই নির্দেশিকা জারি করেছে বলে মন্তব্য করেন জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের (জেডিএফ) তরফে চিকিৎসক অনিকেত মাহাত।

আরজি করের ঘটনায় এবার প্রতিবাদে সামিল রিক্সাওয়ালারাও। হেদুয়া থেকে কলেজ, গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে, স্ট্রিট রিক্সা টেনে মিছিল করলেন তাঁরা।

সিবিআই-এর স্ক্যানারে কেবি হস্টেলের নাইট পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডে ফের একবার মোড় ঘোরানো তথ্য। সিবিআই-এর স্ক্যানারে এবার কেবি হস্টেলের নাইট পার্টি। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন রাতে সেই নাইট পার্টির হই-হট্টগোলের আওয়াজ পৌঁছেছিল এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়েও। সেই পার্টিতে কারা-কারা উপস্থিত ছিলেন তার তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই।

জানা গিয়েছে, ৮ই অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের একাধিক জায়গায় পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। একটি পার্টি হচ্ছিল কেবি হস্টেলের ছাদে। অপর একটি পার্টি হচ্ছিল এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের ফিমেল ওয়ার্ডের ছাদে। আর সেই হই-হট্টগোলের আওয়াজের জেরে রোগীদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। এদিকে রোগীদের তরফ থেকেও অভিযোগ জানানো হয়েছে যে, মেইন বয়েজ হস্টেল থেকে তাঁরা পার্টি হওয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, হাসপাতালের ভিতর কী আদৌ জোরে বক্স বাজিয়ে পার্টি করা যায়? এই তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে সিবিআই অর্থোপেডিক বিভাগের কতজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী উপস্থিত ছিলেন তা জানতে ডিউটি রোস্টার চেয়ে পাঠিয়েছে। এর পাশাপাশি সেখানকার জুনিয়র চিকিৎসকদের অবস্থান কী ছিল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিবিআই জানতে পেরেছে, এই পার্টি আয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থোপেডিক বিভাগের জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের যোগ ছিল। দ্বিতীয়, সন্দীপ ঘোষ নিজেও অর্থোপেডিক সার্জেন্ট। সেই ক্ষেত্রে দুটো বিষয়কে দুয়ে-দুয়ে চার করতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাই চেস্ট মেডিসিন বিভাগ ছাড়াও অর্থোপেডিক বিভাগের ডিউটি রোস্টার চেয়েছে সিবিআই। তবে এখানেই শেষ নয়, আগেই প্রশ্ন উঠছিল ঘটনার অকুস্থল আদৌ কী সেমিনার রুম? যদি তা না হয়, তাহলে কোথায় ঘটনাস্থল হতে পারে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। অপরাধী অপরাধ ঘটানোর পর কোন-কোন প্রস্থান গেট ব্যবহার করেছে বা সেখানে কী সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজর রয়েছে সে দিকেও। সিবিআই এর নজরে রয়েছে এমডিআর বিভাগ (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ইউনিট), কারণ সেখানে লিফট রয়েছে। তবে সেই লিফট সচরাচর ব্যবহার হয় না। এই লিফটে করে ৮ তলায় যাওয়া যায়। যেখানে ওটি রুম রয়েছে। যে ওটি রুমের চাবি থাকে কর্তৃপক্ষের কাছে। ফলত, এই ঘটনা ঘটার পর সেই লিফট ব্যবহার হয়েছিল কি না তাও জানতে চায় তদন্তকারী সংস্থা।

চিকিৎসককে হুমকি দিয়ে তোলাবাজি, ধৃত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসককে হুমকি দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার এক তৃণমূল কর্মী। ধৃতের নাম ক্রান্তি জানা। ঘটনাটি ঘটেছে ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পাটুলি থানা এলাকায়। তিনি এলাকার কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডলের 'ডান হাত' বলে পরিচিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরোদা পার্ক এলাকার একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক নিজের বাড়ি তৈরি করছেন। অভিযোগ, সেখানেই মোটা অঙ্কের তোলা চেয়ে হুমকি দিতে থাকে অভিযুক্ত। এরপরই ওই চিকিৎসক থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্ত নেমে ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে।

রোগীদের ভালোই সাড়া মিলেছে ডানলপ-সোদপুর অভয়া ক্লিনিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। রবিবার শহর কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় অভয়া ক্লিনিক খুলে পরিষেবা দিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। কলকাতা লাগোয়া ডানলপ মোড় এবং সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে অভয়া ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। বিনামূল্যে চিকিৎসা করার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধপত্র পেলেন রোগীরা। তবে ডানলপ মোড় ও সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের অভয়া ক্লিনিকে এদিন রোগীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ৬৭ বছরের সুরজিৎ দাস অভয়া ক্লিনিকে এসে বললেন, 'চিকিৎসকদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু যারা অপপ্রচার করছেন চিকিৎসরা পরিষেবা দিচ্ছেন না। তাদের ধিক্কার জানাই।' সুরজিৎ বাবু আরও বলেন, 'অভয়ার বিচার না পাওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকদের এই আন্দোলন চলবে। আর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি চিকিৎসকদের আন্দোলনের সঙ্গে থাকবেন।' ক্লিনিকে আসা আর এক রোগী রাজলক্ষ্মী সরকার বলেন, তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। আরজি কর হাসপাতালে নিহত সেই তরুণী চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার পর এখন তিনি সুস্থ আছেন। কিন্তু নেই তাঁর সেই প্রিয় চিকিৎসক। পানিহাটির বাসিন্দা সেই তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর তিনি খুব ভেঙে পড়েছেন। এদিন অভয়া ক্লিনিকে এসে তরুণী চিকিৎসক খুনে অভিযুক্তদের চরম শাস্তির দাবি করলেন বয়সের ভারে জীর্ণ হওয়া রাজলক্ষ্মী দেবী।

অভীক ও বিরূপাক্ষ'র বিরুদ্ধে বৌবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও বিপাকে আরজি কর ইস্যুতে নাম জড়ানো চিকিৎসক অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসেরা। সম্প্রতি তাঁদের নামে বৌবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ ছাড়াও রঞ্জিত সাহা নামে আরও এক চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছে। রবিবার মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা একাধিক অভিযোগ জানান। তাঁদরে অভিযোগ, ভয় দেখাতেন অভীকরা। তাঁদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হত। পুরনো ঘটনার অভিযোগ দায়ের হল বৌবাজার থানায়।

উল্লেখ্য, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ এবং প্রাক্তন আরএমও অভীক দের। সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই গ্রেফতার করার পর থেকে তাঁদের নামে একের পর এক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' এই দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মেডিক্যাল কলেজে 'দাদাগিরি'রও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। একইসঙ্গে আরজি কর-কাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে অভীক দের উপস্থিতি নিয়েও বিস্তর অভিযোগ সামনে এসেছে। এমনকি, অভীকের এসএসকেএম হাসপাতালে পিজিটি পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল একাধিক চিকিৎসক সংগঠন। ইতিমধ্যেই এই দুজন চিকিৎসককেই সাসপেন্ড করেছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল।

প্রসঙ্গত, অভীক ছাড়াও বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ-সহ আরও কয়েক জনের নামে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করেছিলেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি অডিও ভাইরাল হতে দেখা যায় (অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা)। সেই অডিওর সূত্র ধরেই উঠে আসে চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের নাম। দাবি করা হয়, ওই অডিওর কণ্ঠস্বর বিরূপাক্ষের। সেই অডিওয় বিরূপাক্ষকে 'হুমকি' দিতে শোনা গিয়েছিল। অভিযোগ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চলত বিরূপাক্ষের 'দাদাগিরি'। বিরূপাক্ষ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেখ। অন্য দিকে, 'উত্তরবঙ্গ লবি'-র উঠতি নেতা অভীকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ কিছু কম নয়। চিকিৎসক মহলের একাংশের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ থেকে জেলা স্তরের হাসপাতালে এমন ভাবেই পুরো সিন্ডিকেট পরিচালনা করতেন অভীকেরা। আর তাঁদের সেই ক্ষমতায়নে নিজেদের স্বার্থে মদত দিতেন সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশও। এবার থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে বৌবাজার থানার পুলিশ।

সন্দীপ 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল নগদ, ৫ কোটির সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানা। সূত্রের খবর, সল্টলেক নিবাসী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়ে বিপুল নগদ ও প্রায় ৭ কেজি সোনা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। সেই বিপুল সম্পদ ওই ব্যবসায়ীর বর্হিভূত আয় কিনা খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধেয় সল্টলেকের বি ই ব্লকের বাসিন্দা স্বপন সাহার বাড়িতে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ী সন্দীপ ঘনিষ্ঠ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই স্বপন সাহার হদিশ পান তদন্তকারীরা। চলে ম্যারাথন তল্লাশি। বিপুল নগদ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে সোনাও। উদ্ধার হওয়া ৭ কেজি সোনার বাজারমূল্য অন্তত ৫ কোটি টাকা। বিপুল অঙ্কের টাকা ও কোটি-কোটি টাকার সোনা কেন একজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাখা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। উল্লেখ্য, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুর্নীতির হদিশ মিলতেই তদন্তে নেমেছে ইডি ও সিবিআই। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ একের পর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। এরমধ্যে দুই ভেন্ডার সুমন হাজরা এবং বিপ্লব সিংকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। আরও চার জনকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আদালতে জানিয়েছে সিবিআই।

আরজি কর দুর্নীতির টাকা সরাতে ১০ ভুয়ো সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি ও রেশন দুর্নীতির মতোই আরজি কর দুর্নীতিতেও টাকা সরানোর অভিযোগ উঠল। সেই একইভাবে আত্মীয়-ঘনিষ্ঠদের কোম্পানি নাম উঠে আসছে। ইডি সূত্রের দাবি, একাধিক ভুয়ো সংস্থা খুলে সরানো হয়েছে দুর্নীতির টাকা। ইতিমধ্যে ৮ থেকে ১০টি সংস্থার হদিশ মিলেছে। সম্প্রতি তল্লাশি অভিযানে এমনই সংস্থার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে খবর।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। দোসর ইডিও। দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। তাদের জেরা করছে ইডিও। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ ৪ জনের থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে সল্টলেকে তল্লাশি চালায় ইডি। উঠে আসে একাধিক 'শেল' কোম্পানির খোঁজ। প্রাথমিক পর্যায়ে ৮ থেকে ১০টি সংস্থার হদিশ মিলেছে বলে খবর। ইডির অভিযোগ, সন্দীপ ঘোষের নিকটতম আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের নামে খোলা হয়েছিল এই সংস্থাগুলি। এই সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেই অন্যত্র টাকা সরানো হয়েছে। সংস্থাগুলোর একাধিক ডিরেক্টরের নামও পেয়েছে ইডি।

শহরে হকার সমীক্ষা শেষ, তবে এখনই কার্যকর নয় হকার নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ইস্যুর আগে শহর জুড়ে হকার উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে কম তোলপাড় হয়নি। এবার কলকাতা শহরে হকার সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু হকার নীতি স্থির করার ক্ষেত্রে এখনই কোনও পদক্ষেপ করছে না কলকাতা পুরসভা। আর এক মাস বাকি দুর্গাপুজোর। তাছাড়া আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হচ্ছে মিছিল, মিটিং। যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে। এছাড়াও পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত কলকাতা পুলিশের বড়, ছোট সব কর্তারা। এমন অবস্থায় হকার নীতি কার্যকর করতে গেলে পুলিশের সহায়তা প্রয়োজন। এই আবহে হকারদের নিয়ে তাই কোনও পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করছে না কলকাতা পুর প্রশাসন। হকার নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। তাই ঠিক হয়েছে, হকারদের নিয়ে আপাতত উৎসবের মরসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কলকাতা পুরসভা।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোট মিটে যাওয়ার পর গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে নবান্নে এক বৈঠক করে কলকাতা শহরের ফুটপাথ দখলদারমুক্ত করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কাজ করতে একটি কমিটিও গড়ে দেন তিনি। সেই কাজ করতে কলকাতার ফুটপাথের হকারদের নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করে পুরসভা। সিদ্ধান্ত হয়, কলকাতা পুরসভার ১৬টি বোরো কমিটির হয়ে মোট ১১২টি দল কাজ করবে। প্রত্যেকটি দলে ছ'জন করে কর্মী থাকবেন। সব মিলিয়ে ৬৭২ জন কর্মীকে এই কাজে নামানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কলকাতা পুরসভার তরফে কর্মীদের হকার সমীক্ষার কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয় ১৫০ জনকে। প্রতিটি দলে চার-পাঁচ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এই কাজ শুরু করেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৪০টি এমন টিম নামানো হয়। কলকাতার কোন রাস্তায় কত হকার বসছেন, তাঁদের নাম, ঠিকানা-সহ যাবতীয় তথ্য অ্যাপে নথিভুক্ত করেছে পুরসভার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলটি। আপাতত হকার সমীক্ষার যাবতীয় তথ্য পুরসভার হাতে। ইতিমধ্যেই একটি রিপোর্ট তৈরি করে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট টাউন ভেন্ডিং কমিটির কাছেও পেশ করা হবে। কোন ধরনের হকার বেশি, কত জন কী ধরনের ব্যবসা করেন, সে সবও পৃথক ভাবে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। হকার জোন বা ভেন্ডিং জোনে ক'জন হকার রয়েছেন, নন-ভেন্ডিং জোনে থাকা ফুটপাথে ক'জন হকার ব্যবসা চালাচ্ছেন, সেই তথ্য প্রায় ২৫ পাতার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শহরের কোন রাস্তায় কোন ফুটপাথে কে ডালা বা স্টল নিয়ে বসেছেন, কতটা জায়গা নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন, তাঁর নাম, প্যান কার্ড, আধার কার্ড-সহ সংশ্লিষ্ট হকারের লোকেশন জিও ট্যাগিং করে এই ডিজিটাল সমীক্ষা হয়েছে। মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, এই রিপোর্ট কার্যকর হলে, এক নামে একাধিক ডালা নিয়ে শহরের নানা ফুটপাথে হকারি করা যাবে না।

প্রতিবাদী মিছিলে 'হামলা' নৈহাটিতে, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রবিবার নৈহাটিতে মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রাক্তনীরা। নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতন, মহেন্দ্র হাই স্কুল থেকে শুরু করে গরিফা গার্লস ও গরিফা বয়েজ হাই স্কুল-সহ একাধিক স্কুলের প্রাক্তনীরা এদিন মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি প্রতবাদী মিছিলে বহু সাধারন মানুষও সামিল হয়েছিলেন। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন সন্ধেয় নৈহাটির স্বপ্নবিথী পার্কের কাছ থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল অরবিন্দ রোড অতিক্রম করে ঘোষপাড়া রোড ধরে গৌরীপুরের দিকে এগোতে থাকে। অভিযোগ, রামকৃষ্ণ মোড়ের কিছুটা আগে তৃণমূলের লোকজন মিছিলে ঢুকে হামলা চালায়। মহিলাদের ওরা মারধোর করেছে। প্রাক্তনী সম্পা ব্যানার্জি বারুই জানান, নিহত তরুণী চিকিৎসকের ন্যায়-বিচারের দাবিতে তারা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মিছিল। রাজনৈতিক নেতা কিংবা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও স্লোগান দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও তাদের মিছিলে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মহিলাদের মারধোর করার পাশাপাশি হামলাকারীরা মাইক্রোফোনের তারও ছিঁড়ে দিয়েছে। হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষোভে রামকৃষ্ণ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় প্রতিবাদীরা। নৈহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। যদিও প্রতিবাদী মিছিলের লোকজনের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার অভিযোগ তুলেছেন নৈহাটির পুরপ্রধানের পুত্র তৃণমূল যুব নেতা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, নির্যাতিতার বিচার তাঁরাও চাইছেন। কিন্তু মিছিলকারীরা তাদের প্রচারের টোটো দখল করে নিয়েছিল। এমনকি মিছিল থেকে ওরা মহিলাদের ধাক্কাও দেয়। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার প্রতিবাদ করলে মিছিলের লোকজন তাঁর হাত মুচড়ে দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

আম্বেডকর বলেছিলেন স্বাধীনতার দশ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণের কথা

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এত বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা সেই সংবিধানের পুরনো বিধান নিয়ে পড়ে আছি। আম্বেডকর স্বাধীনতার দশ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ চালু করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রাজনীতির চক্রে থাকা কোনও নেতাই আজ পর্যন্ত সংরক্ষণের প্রয়োজন বাস্তবে কতটা এবং কেন, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি। তা হলে তো ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার চেয়ে এ দেশে আর কী গুরুত্ব পেতে পারে? সুতরাং, অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেই যায়। সাধারণ শ্রেণি 'কোটা সিস্টেম'-এর ফাঁদে পড়ে চিরকালই অন্ধকারে ঘুরপাক খাবে। অন্তহীন সংরক্ষণ বজায় রাখার তাগিদ সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই রয়েছে। সম্পাদকীয়তে তাই যথাযথ ভাবেই লেখা হয়েছে, স্বাধীনতার সাত দশকের পরেও গোষ্ঠী-পরিচয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্যক্তি-পরিচয় বা ব্যক্তির সঙ্কট কখনওই গুরুত্ব পায়নি। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিবিদ বললেও, কেবল ভোট-রাজনীতির জন্য কোনও দলই তা গ্রাহ্য করেনি। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় সংরক্ষণ বা কোটা সিস্টেমের সুবিধা নিয়ে এক-একটি পরিবারে একাধিক চাকরিরত মানুষ রয়েছেন, অথচ সংরক্ষণের ফাঁসে পড়ে সাধারণ বর্গের ব্যক্তিরা আজ হতাশায় নিমজ্জমান। পড়শি দেশে সম্প্রতি সংরক্ষণ নিয়ে নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল, সেখানকার রাজনীতিতেও আকস্মিক পট পরিবর্তন হল। আমাদের এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে এমন বিপ্লব কি আশা করা যায় না? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে নতুন দিশার সন্ধান নিয়ে যে আশা ব্যক্ত করছেন আজ অনেকেই, তাকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং করা উচিত।

শব্দবাণ-৩৯

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. (আল) অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যক্তি ৩. মোক্ষ ৬. ঢেউয়ের পর ঢেউ ৭. মহাসিন্ধু।

সূত্র—উপর-নীচ: ১ অনাহূত ২. নানাবিধ পোকা ৪. মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান ৫. দাক্ষিণাত্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮

পাশাপাশি: ১. প্রমাতা ২. চৌপট ৫. আকার ৮. লাবণ্য ৯. বেল্লিক।

উপর-নীচ: ১. প্রয়াত ৩. টনিক ৪. কাঁকাল ৬. জটিলা ৭. গণ্ডক।

জন্মদিন

আজকের দিন

অক্ষয়কুমার

১৮৭২ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরানীর জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয়কুমারের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম সিংহানিয়ার জন্মদিন।*

বিচারের বাণী কি তবে এবারেও কাঁদবে নীরবে

শান্তনু রায়

সুবিচারের দাবিতে প্রতিবাদীদের আবার রাতজাগার কর্মসুচীতে বুধবারের সন্ধ্যায় পথে নামা রাজ্যবাসীকে আশাহত ও বিস্মিত করে আচম্বিতে সুপ্রীম কোর্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৫ তারিখে দেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতির কারণে অন্য দুই বিচারপতির সঙ্গে তাঁর বেঞ্চ না বসায় আর জি কর কাণ্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানি ঐদিন হবে না-কবে হবে তাও উল্লেখ নেই ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এর ফলে এই অতীব গুরুত্ব পূর্ণ এই মামলার শুনানি ঘিরে এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ায় হতাশ ক্ষুব্ধ এ রাজ্যের অগণিত মানুষ তো বটেই সমগ্র দেশবাসীও।

প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে শীর্ষ আদালতের ২০২২ সালের মামলা শুনানিও বারংবার (অন্তত ১৩বার) রাজ্যসরকারের পক্ষে অভিষেক মনু সিংভির মত মান্যগণ্য আইনজীবীর প্রার্থনায় মুলতুবী হওয়ায় আজও সে শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি।রাজ্য সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর কোন কোন মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের এবিধ ভুমিকায় অসন্তুষ্ট ও সন্দিহান ন্যায়বিচার প্রার্থীরা।

আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া-চিকিৎসকের নৃশংস ও পাশবিক হত্যা ও যৌন নির্যাতনের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এই গুরত্বপূর্ণ এই মামলার ৫ তারিখে শুনানির দিকে নজর ছিল নির্যাতিতার পরিবার সহ চিকিৎসক সমাজ ও আপামর রাজ্যবাসীর-আশা ছিল ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে শীর্ষ আদালতের আরও সক্রিয় ভুমিকার। তারা এইমুহূর্তে নিঃসন্দেহে কিঞ্চিৎ আশাহত ও সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রসঙ্গত যতই আপাত খামতি বা সীমাবদ্ধতা থাক বিচারব্যবস্থাই আইনের প্রহরী হিসেবে কাজকরে। অন্যায় সে রাষ্ট্রিক হোক ব্যক্তি বা ব্যষ্টিকের-প্রতিকারের জন্য শেষ অবলম্বন দেশের বিচারব্যবস্থা। গণতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত করতে-আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সেকারণে বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সুদৃঢ় করতে ও সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বিচারবিভাগের নিজেরই-এ ব্যবস্থার উপর সাধারণের আস্থা বজায় রাখারও।

উল্লেখ্য রাজ্য মহিলা কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনও এমন নারকীয় ঘটনায়ও অদ্ভুত নীরব ও নিষ্ক্রিয়। সঙ্গত কারণেই অনেকেরই মনে হচ্ছে এ নীরবতা অপরাধ সমতূল্য। দু'টি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা একটির কর্ণধার টলিউড ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত বিশিষ্ট পরিচালক এবং শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি তো একজন নারী। অন্যদিকে অপর সংস্থাটির শীর্ষে কিন্তু কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, আছেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি। তবু ঘটনার পর তিন সপ্তাহের অধিককাল কেটে গেলেও বগটুই হাঁসখালি কিংবা সন্দেশখালির মতো এবারও রাজ্যের কমিশনদ্বয়ের নির্বিকার ভূমিকা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক তো বটেই লজ্জাজনকও। এ জমানায় উভয় কমিশনই ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত — এই আমলেই মানবাধিকার কমিশনের পূর্বতন এক চেয়ারপারসনের হেনস্থার ঘটনাও শাসকের এক চেতাবনি হিসেবে হয়ত কাজ করে থাকতে পারে। তবে ইতিমধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে।

খোদ কোলকাতায় এক নামী সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই কর্মরত এক পড়ুয়া তরুনী চিকিৎসকের এক দুষ্টচক্রের মদতে অসহায় মর্মান্তিক ও পৈশাচিকভাবে হত্যা ও ধর্ষনের হাড়হিম করা ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতি ও যথাযোগ্য পদক্ষেপের পরিবর্তে ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতা খুব সাধারন চোখেই নজরে এসেছে-শীর্ষ আদালতও এ প্রশ্ন তুলে তিরস্কার করলেও রাজ্য প্রশাসন বেপরোয়া ও লজ্জাহীন। প্রশাসনের এই (অপ)প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দমনেও সেই একই অমানবিক ও অসংবেদনশীল আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহে।

পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্য প্রশাসনের চেহারাটা আবার সামনে আসে ন্যায়বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র সমাজের ২৭ তারিখে 'নবান্ন চলো' ডাকের প্রেক্ষিতে। আর এই মোকাবিলায় রাজ্যপ্রশাসন যুদ্ধং দেহীং হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নবান্নগামী রাস্তায় স্থানে স্থানে বহুস্তর বিশিষ্ট ব্যারিকেড তৈরির মাধ্যমে নবান্নকে এক দূর্গ বানিয়ে — এক বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে। চলেছে লাঠি, জলকামান, টিয়ার গ্যাস— রক্ত ঝরেছে উভয় পক্ষেই। লক্ষ্যনীয় — ছিল অরাজনৈতিক ব্যানারে ডাকেও যথেষ্টসংখ্যক মহিলা ও কিছু প্রবীনের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ যাঁরা জলকামানের সামনেও পিছ হটেননি। সেই রাতে এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অফিস থেকে বেরোনোর পরই ছাত্রসমাজের পক্ষে 'নবান্ন চলো' ডাকের অন্যতম আহ্বায়ককে গ্রেফতার করা হলেও হাইকোর্টের আদেশে তাঁর মুক্তির পর জনগনের করের টাকা ব্যয় করে নামী দামী আইনজীবী নিয়োগ করে রাজ্যপ্রশাসন তার জামিন খারিজ করতে গেলেও রাজ্যের মুখ আবার পোড়ে। তবুও চলছে প্রতিবাদ দমন করতে প্রতিহিংসাপরায়নতা। রাজ্যের পক্ষে এ বড় দুর্দিন।

প্রসঙ্গত এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে অভিনব ও সাহসী 'রাত দখলে'র আহ্বানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিরল এক জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভৌগলিক সীমারেখা না মেনেই। প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে দেশব্যাপী — দেশের বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী পড়শি পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও। কেবল চিকিৎসকেরা নন অন্যান্যক্ষেত্রের প্রথিতযশেরাও সামিল হয়েছেন প্রতিবাদে — কামদুনি ঘটনার প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়ালও — এমনকী প্রতিবন্ধীরাও। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে ডার্বি বাতিল করলেও চিরপ্রতীদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল- মোহনবাগান সমর্থকরা বৃষ্টিবিধ্বস্ত রাজপথে একসঙ্গে ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন — ঘটি-বাঙ্গাল এক স্বর/জাস্টিস ফর আরজি কর — এই স্লোগানে। তবুও ঘটনার অভিঘাত বুঝতে অনিচ্ছুক শাসকদলের কিছু মন্ত্রী সান্ত্রীরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে 'আঙ্গুল ভেঙ্গে দেব'-'হাতমুচড়ে ভেঙ্গে দেব' জাতীয় হুংকার দিয়েছেন। মাননীয়া নেত্রী দলীয় সদস্যদের 'ফোঁস' করতে নিদান দিয়েছেন। মাথাভাঙ্গায় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগান দিয়ে প্রতিবাদীদের জমায়েত মারধোর করে রাস্তার উপর লিখন ও অঙ্কন চুন দিয়ে মুছে দেওয়ার ঘটনা হয়ত এ রকম 'ফোঁস' এরই নমুনা। তারা যে এদ্বারা নিজদলের মুখেই চুনকালি লেপে দিলেন সে বোধ এই অসহিষ্ণু প্রতিহিংসাপরায়নদের নেই।

সাধারন মানুষ শাসকদলের মহিলা সাংসদ-বিধায়কদের বিশেষত রুপোলি পর্দার অভিনেত্রীদের উপর শুরুর দিকে বেজায় চটে থাকায় মুখ বাঁচাতে এঁদের অনেকে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন — প্রশাসনিক প্রধানের সঙ্গে মিছিল এ হেঁটেছেন মঞ্চ আলো করে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন — তার সঙ্গে 'নির্যাতিতার ফাঁসি চাই' বলে শ্লোগানেও (ভুল করে হলেও) গলা ফাটিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ দলের এগারোজন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন এবার। এঁদের মধ্যে ক'জন এ নারকীয় ঘটনার পর মুখ খুলেছেন ও কি বলেছেন তা সকলেরই জানা। হবু মহিলা চিকিৎসকদের ডাক্তারি পরীক্ষা পাশের কথা বলতে গিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে বসে নিজে চিকিৎসক হয়েও দলের এক মহিলা সাংসদ যে চূড়ান্ত অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন তা তাঁকে প্রত্যাহার করে ক্ষমা চইতে হয়েছে ডক্টর্স ফোরাম এর লিখিত প্রতিবাদ ও দাবির প্রেক্ষিতে। অনেকেই হয়ত স্মরণ করতে পারবেন পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডের পরেও ইনি কি দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছিলেন। আবার মোসাহেবি করতে (হয়ত দলীয় মুখপাত্রের তাড়নায়ও) আর এক অভিনেতা-কমেডিয়ান-বিধায়ক আর জি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করা চিকিৎসক থেকে সাধারন আন্দোলনকারী ও দুর্গাপুজায় সরকারি অনুদান ফেরৎ দেওয়া ক্লাবদের চরম অসংবেদনশীল ভাবে কমেডি করেই কটাক্ষ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন 'কর্মবিরতি করছেন সরকারি বেতন-বোনাস নেবেন তো-সরকারি পুরস্কার ফেরৎ দিয়ে দেবেন তো?' জাতীয় মন্তব্য করে। একজন ছোটপর্দার অভিনেত্রী-বিধায়ক প্রকাশ্যসভা থেকে চিকিৎসকদের 'কসাই' বলে হুংকার দিয়েছেন। কমেডিয়ান মহাশয় পরে অবস্থা বেগতিক দেখে দায়সারাভাবে ভুল স্বীকার করলেও শাসক দল বা সরকার এজন্য সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ করেনি-বিধায়কদের তিরষ্কারও করেনি। তবে রাজ্যের মানুষ এঁদের স্বরূপ চিনে বলতে চায়-'ধিক!' তাঁর ঐ অসম্মানজক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা সরকার প্রদত্ত পুরস্কার ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর এই নারকীয় ঘটনায় সরকারি মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে এর আগেই 'বঙ্গরত্ন' পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণার সাহস দেখিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক পরিমল ধর।

তবে বিস্ময় ও বেদনার— অদ্ভুতভাবে এবঙ্গের 'অনুপ্রেরণায়' আপ্লুত বিদ্বজ্জনেরা এখনও প্রতিক্রিয়াহীন এ ব্যাপারে। চেতনার উন্মেষ সম্ভব শিক্ষার মধ্যদিয়েই। তবু উদয়ন পণ্ডিতদের সংখ্যা সত্যি ক্রমহ্রাসমান। আইনস্টাইন একদা বলেছিলেন — এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবেনা, যারা খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখেও কিছু করে না তাদের জন্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে। সমাজ-অঙ্গনে ভয়াবহ অন্যায় ঘটছে জেনেও নীরবতা কোন কোন সময় অপরাধের সমতুল্য — সাংবিধানিক সংস্থা তো বটেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রেও এ প্রযোজ্য। সময় বিশেষে সরব ও সময় বা ক্ষেত্র বিশেষে নীরবতা অধিক মারাত্মক যা জুলিয়েন বেন্দার কথায় সমাজের প্রতি 'বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাসঘাতকতা'।

বস্তুত এই রাজ্যে একসময়ে যাঁদের বুদ্ধিজীবী বলে মানুষ গ্রহণ করেছিল এক দশক পার হতেই তাদের সুবিধাবাদী রূপটি মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে — মুখোশটা খুলে গেছে শাসকের লেজুরবৃত্তি করতে করতে। সম্প্রতি জুনিয়র ডাক্তারদের এক গণকনভেশনে বিশিষ্ট সঞ্চালক মীর যেমন বলেছেন অনেক মানুষ যাঁদের মেরুদণ্ড ছিল না মনে হয়েছিল তাঁদের মেরুদণ্ডটা আজ ফাইন্যালি দেখা যাচ্ছে আবার এমন কিছু মানুষ যাঁদের মেরুদণ্ড ছিল বলে জানতাম বিশ্বাস ছিল তাঁরা আজ উঠে দাঁড়িয়ে সত্যি কথাটা বলতে পারছেন না। তিনি হয়ত তাঁর শিল্পী কলাকুশলী বন্ধুদের প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি যে আজ একথা সামগ্রিকভাবে এ বঙ্গের বৌদ্ধিক মহল সম্পর্কেও প্রযোজ্য — কেউ তো বলেই ফেলেছিলেন — নুন খেয়েছি-নিমকহারামি করতে পারব না। 'অনুপ্রেরণা' আর 'নিমক' যে বিবেকের এমন গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাবে বঙ্গবাসী হয়তো ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করতে পারেননি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ রক্তাক্ত মনিপুর নিয়ে অনেকে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু যিনি বগটুই নিয়ে লিখেছিলেন 'দগ্ধ' — যদিও শাসকের বিরুদ্ধে নয়, মনিপুর নিয়ে কবিতায় যে কবি নিজের বৃদ্ধ শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন পোষাক হারানো মেয়েদের দেহ ঢাকতে — কিংবা 'মনিপুরের মা' এর মতো কাব্য সৃজনকার, তিনি বা তাঁরা কিন্তু এখনো মুক-প্রতিক্রিয়াহীন — কবিতা গদ্য এখন কিছুই নেই।

মহাভারতে বিধৃত হস্তিনাপুরের রাজসভায় যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় হেরে গেলে দুর্যোদনের নির্দেশে পনবন্দী দৌপদীকে যখন চরম অপমান ও লাঞ্ছনা করেছিলেন দুঃশাসন বস্ত্র হরনের চেষ্টা করে তখন সেই রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদূর, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য প্রমুখ উপস্থিত থাকলেও এই ভয়ংকর সময়েও বিপন্না দ্রৌপদীর লজ্জায় আর্ত ক্রন্দন মিনতি সত্ত্বেও তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি কোন প্রতিবাদের স্বর। রাজপরিবারের বধুর এক নারীর এভাবে রাজসভায় প্রকাশ্যে সম্ভ্রমহানিতে রথীমহারথী প্রাজ্ঞ প্রবীনেরা এমনকী পাণ্ডবেরাও নিশ্চুপ থাকলেও একজন-মাত্র একজনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল প্রতিবাদের ধ্বনি-প্রতিস্পর্ধী স্বর। তিনি বিকর্ণ — কৌরব ভাইদের অন্যতম-দুর্যোধন দুঃশাসনের তুলনায় স্বল্পচর্চিত। রামায়নের কাহিনী অনুসারেও প্রবীন জটায়ু সীতাহরণ রুখতে শক্তি সামর্থ্যে তাঁর চেয়ে অধিক পরাক্রমশালী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন — পরিণামে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ।

উল্লেখ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে মহামতি ভীষ্ম যখন শরশয্যায় তখন দ্রৌপদী একদিন ভীষ্মকে দেখতে এসে আপন হৃদয়ের পুঞ্জীবিত ক্ষোভ উদ্গিরণপূর্বক সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন ,আচ্ছা পিতামহ দুঃশাসন যেদিন আমার বস্ত্রহরণ করছিল সেদিন আপনার মত বিশিষ্টরা আমার আর্তনাদ সত্ত্বেও এগিয়ে আসেননি — কোন প্রতিবাদ করেননি তবে আজ পরিতাপ করছেন কেন? প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম যা বলেছিলেন তার নির্যাস হল একজন অন্নদাস কখনো প্রতিবাদী হতে পারেনা। সুস্পষ্ট এবক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। পুরাণবিদ না হয়েও বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী মহোদয়রা এমনকী সাধারনজনও বোধকরি অবগত আছেন রামায়ন-মহাভারতের একাহিনীর বিষয়ে। এরাজ্যেও আজ ভীড় শাসকের অন্নে পালিত ও অনুগ্রহ, অনুপ্রেরণায় বিমোহিত কর্তভজা বুদ্ধিজীবীকুলের। এছাড়াও আছেন মাননীয় পরিযায়ী বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা মাঝে মধ্যে এদেশে এ রাজ্যে পদধুলি দেন নিজ কর্মোপলক্ষে। বিশ্বের ও দেশের অনেক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করলেও ভুলেও এ রাজ্যের বিবিধ ঘটনা সম্বন্ধে কোন রা কাড়েননা। অনুমান এর একটা কারণ হয়ত তাঁর বা তাঁদের সাহায্যার্থে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য প্রশাসনের আপন স্বার্থে স্বতঃপ্রণোদিত ভূমিকা। বোধকরি এঁদের উদ্দেশ্যেই আহ্বান উচ্চারিত হয়েছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'মানুষ বড় কাঁদছে তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও'। যা আজও অতীব প্রাসঙ্গিক-বড় প্রয়োজনও।

আনন্দকথা

গাড়ি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে
প্রথম পরিচ্ছেদ
দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, অমাবস্যা, (২৯শে শ্রাবণ ১২৮৯) ১৩ই অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৫টা হইবে। শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্জে, হালিসহরে বাটী। সরকারী অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করিতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন; সে-সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তাঁহার সহিত সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ করিতেন। ঈশ্বরের কথা শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

যুবক মৃত্যুর ঘটনায় কল্যাণ ব্যানার্জির করা মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য অভিনেত্রী সোহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বছর বাইশের এক যুবকের মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের দাবি, আরজি করে নিয়ে যাওয়ার পরও কোনও চিকিৎসায় তাঁকে পরিষেবা দেয়নি। বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণ চলে গিয়েছে তাঁদের ছেলের। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'জাস্টিস ফর আরজি কর যদি হয় তাহলে জাস্টিস ফর কোন্নগর কেন হবে না?' এবার তৃণমূল সাংসদের যুক্তি খণ্ডালেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। তাঁর বক্তব্য, লড়াই চলছে সকলের জন্য।' অভিনেত্রী কল্যাণকে দলের পতাকা ছেড়ে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন। সোহিনী বলেন, 'আমি ওঁর বক্তব্য নিজে কানে শুনিনি। তবে যদি কেউ এমন মন্তব্য করে থাকেন তার জন্য আমি একটা কথা বলতে পারি। সবাই যে পথে নেমেছে, সবাই যে জাস্টিস চাইছে, আন্দোলন করছেন, অনেক দাবি সরকারের কাছে রাখছেন সেটা কিন্তু একজন মানুষের জন্য নয়। সেটা সমগ্র জাতির জন্য। এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য।' অভিনেত্রী আরও বলেন, '১৪ তারিখ শুরু হয়েছিল রিক্লেম দ্য নাইট। ৮ তারিখ হয়ে গেল যত মানুষ পথে নেমেছে। শুধু একজনের জন্য নামেনি। তারা নিজের জন্য নেমেছে, অন্যের জন্যও নেমেছে। আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে কোরাপশন আছে, সিস্টেমের মধ্যে অনেক গাফিলতি আছে অনেক দুর্বলতা আছে সেগুলো যদি ঠিক হয় তাহলে সবার জন্যই হবে।' অভিনেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, 'নির্দিষ্ট করে কোনও একজনের জন্য আন্দোলনে নামা কথার কথা নয়। উনিও এসে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। পতাকা ছেড়ে উনিও এসে যোগ দিন। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটরা তো নেমেছেন। হাইকোর্টের অনেক মহিলা আইনজীবীও তো নেমেছেন।' কী বলেছিলেন কল্যাণ? কোন্নগরের ঘটনার পর সাংসদ বলেন, 'কতগুলো মৃত্যু হলে যে ধর্ষিতা এবং খুন হয়েছে তার বিচার হবে। গরিব মানুষ বলে তার জন্য আওয়াজ তোলার কেউ থাকবে না? তার জন্য এলিট ক্লাস নামবে না, তার জন্য কোনও গায়ক গায়িকা ফিল্ম আর্টিস্ট নামবে না?' যুবকের মৃত্যুর আরজি করের চিকিৎসকদের উপর চাপিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, এটা তো সত্যি কথা যে ডাক্তারদের গাফিলতির জন্যই এই মৃত্যু হল। তাহলে জাস্টিস ফর আরজি কর যদি হয় তাহলে জাস্টিস ফর কোন্নগর কেন হবে না?'

এবার ডেঙ্গি মোকাবিলতে পথে নামল প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা, টহল দিলেন গ্রাম জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা রাজ্যের পাশাপাশি জেলাতেও চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গির মতো মারণ ব্যাধি। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলায় এ পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত সংখ্যা ৫২৯। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া জেলা জুড়ে একাধিক ডেঙ্গি সংখ্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। তাই এই রোগ যাতে ব্যাপক হারে বিস্তার না করে তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। তাই এদিন মানুষকে সচেতন করতে ওন্দা ব্লকের প্রত্যন্ত পুনিশোল গ্রামে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে করে নিয়ে টহল দিলেন বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সদরের মহকুমা শাসক অয়ন দত্তগুপ্ত, ওন্দা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন,ওন্দা ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক শঙ্খদীপ ব্যানার্জি, পুলিশেল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চয়ন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওন্দা সমিতির সভাপতি অভিরূপ খাঁ, পুনিশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেহেরা বানু বিবি খান, পুনিশোলের অঞ্চল সভাপতি সভাপতি গোলাম ফারুক সহ একাধিক নেতৃত্ব।

এদিন বিভিন্ন ঘরে ঘরে গিয়ে যেখানে ডেঙ্গি সৃষ্টির পরিবেশ রয়েছে সেখানে গিয়ে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করার বার্তা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ডেঙ্গি আক্রান্ত হলে কি করণীয় তারও বার্তা দেওয়া হল। এমনিতেই ফি বছর বর্ষাকালে চোখ রাঙায় ডেঙ্গি। এর প্রকোপ যাতে গভীরতর না হয় তার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে জানান বাঁকুড়ার মহকুমা শাসক অয়ন দত্তগুপ্ত। আগামী দিনেও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এই সচেতনতা চলবে বলেও তিনি জানান।

অটোর ধাক্কায় মৃত্যু এক তৃণমূল কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার সকালে অটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম পার্থসারথি ঘোষ (৫৩)। স্থানীয় সূত্রে খবর, চুঁচুড়া হোসেন গলির বাসিন্দা প্রৌঢ়ের সিএমওএইচ অফিসের বিপরীতে অটো স্ট্যান্ডের কাছে একটি জেরক্সের দোকান আছে। রবিবার দুপুরে সাইকেল চালিয়ে দোকানের দিকে যাচ্ছিলেন পার্থসারথিবাবু। চুঁচুড়া ব্যান্ডেল রুটের একটি অটো সেই সময় যাত্রী নিয়ে ব্যান্ডেলের দিক থেকে অটো স্ট্যান্ডে ফিরছিল। বড় বাজারে হঠাৎ সাইকেল নিয়ে প্রৌঢ় অটোর সামনে চলে আসে বলে খবর। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি সাইকেলকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে প্রৌঢ়ের। আহত হন অটো চালক ও একজন যাত্রী। তিনজনকেই উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় পার্থসারথি ঘোষের।

তেল ভরে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাম্পকর্মীকে পিষল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পেট্রোল পাম্পে তেল ভরে টাকা না দিয়ে চলে যাওয়ার সময় কর্মরত এক যুবককে পিষে দিয়ে চলে গেল একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় যুবকের, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানের এই পরিণতি হওয়ায় এখন সর্বস্বান্ত গোটা পরিবার। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর বাবলা পঞ্চায়েতের কন্ধ খোলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি পেট্রোল পাম্পের। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দাস, ওরফে সন্তু। অভিযোগ, শনিবার রাতে পেট্রোল পাম্পে একটি ওভারলোড গাড়ি তেল ভরতে আসে। ফুল ট্যাংকি তেল ভরে গাড়িটি টাকা না দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, এরপরেই কর্মরত যুবক বিশ্বজিৎ তার দায়িত্ব পালন করার জন্য ছুটে গিয়ে গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। গাড়িটি তাকে ধাক্কা মেরে গাড়ির নীচে ফেলে পিষে দিয়ে চলে যায়। যদিও অন্যান্য ব্যক্তিরা ছুটে আসার আগে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি। আর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। যদিও ঘটনার উদঘাটন করতে রবিবার পেট্রোল পাম্পে আসেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখেন সিসি ক্যামেরা, গাড়িটির নম্বর প্লেট জানার চেষ্টা করেন। যদিও সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে ঘাতক গাড়িটিকে খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। অন্যদিকে রবিবার যুবকের মৃতদেহর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় পুলিশ মর্গে।

স্কুল যাওয়ার পথে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে কটুক্তি, গ্রেপ্তার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুল যাওয়ার পথে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে কটুক্তি করার ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ। গত শনিবার স্কুলে যাওয়ার পথে ফাঁকা রাস্তায় সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে দুই যুবক কটুক্তি করে বলে অভিযোগ। ছাত্রীর পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার স্কুলে যাওয়ার সময় ফাঁকা রাস্তায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর পথ আটকায় দুই যুবক। রাস্তার মাঝে ওই ছাত্রীকে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করে উত্যক্ত করতে থাকে ওই দুই যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তার আগেই দুই যুবক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে জয়পুর থানার পুলিশ শেখ জহরুল ও শেখ নাজির নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানের সরাইটিকর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা মাস তিনেক আগে সরাইটিকরের মাল পাড়ায় ভাড়া এসেছিলেন। তার আসল বাড়ি হুগলি জেলার খানাকুল থানার চিঙ্গদা মালঞ্চ গ্রামে। মৃত মহিলার নাম মিতা সামন্ত, এবং এলাকার সূত্রে জানা গিয়েছে তিনি বিবাহিত ছিলেন কিন্তু ওই ভাড়াবাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। তিনি যে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে একটি ঘরে এক বৃদ্ধা মহিলা ভাড়া থাকতেন এবং অপর একটি ঘরে ওই মহিলা ভাড়া থাকতেন। মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক ২৮ থেকে ৩০ বছর। রবিবার সকালে মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান সদর থানায় পুলিশ। জানা গিয়েছে ঘরের মধ্যেই মেঝেতে পড়েছিল মহিলার মৃতদেহ এবং পাশে পাওয়া যায় একটি বিষের বোতল। তা থেকেই অনুমান করা হয় মহিলাটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে কি কারণে এই আত্মহত্যা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন কিছুদিন ধরেই ওই মহিলা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। হয়তো সেই কারণে এই আত্মহত্যা। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষক দিবস পালন সহজপাঠ সংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ন্যাশনাল কোলফিল্ড সিটিজেন ফোরাম পরিচালিত শিক্ষা বিভাগ 'সহজ পাঠ' সংস্থার উদ্যোগে পালন করা হল শিক্ষক দিবস। রবিবার অনুষ্ঠানটি হয় উখড়া কে, বি ইনস্টিটিউশন স্কুলের সভাকক্ষে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি স্বর্ণালী দে, শিক্ষাবিদ মনোজ শর্মা, আইনজীবী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্যোগপতি উত্তম সাধু, কে বি ইনস্টিটিউশন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংবর্ধিত করা হয় সংস্থার শিক্ষকদের।

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (05171), KOLKATA
11th Floor, Jeevandeep Building, 1, Middleton Street, Kolkata - 700071, Email ID of Branch: sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল **বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন পত্রিকার ২৩.০৮.২০২৪ তারিখের সংস্করণে।** ই-নিলাম তারিখ **১০.০৯.২০২৪। ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স করুণাময়ী কনস্ট্রাকশনস প্রা লি.** প্রত্যাহৃত হয়েছে কিছু জরুরি কারণে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

কাবাডি প্রতিযোগিতা কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ক্রমশ গ্রাম গঞ্জ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কাবাডি খেলা। তরুণ প্রজন্ম মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখি করতে ও গ্রামগঞ্জে কাবাডি খেলার প্রবণতা বাড়াতে কাঁকসার সিলামপুরে এক দিবসীয় কাবাডি খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২টি পুরুষ দল ও ৪টি মহিলাদের দল যোগদান করে। কাঁকসা সিলামপুরে খাদিম যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেন কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা ও গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হরজিত সিং(নিক্কি), আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলী মির সহ অন্যান্যরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গ্রামের অনেকেই কাবাডি খেলার সঙ্গে যুক্ত। তাই তাদের ইচ্ছা গ্রামের আরও যুবক যুবতীরা যাতে এই খেলার সাথে যুক্ত হয়ে তারা নিজেদের পরিচয় তৈরি করতে পারে তাই কাবাডি খেলার প্রতি তাদের উৎসাহ বাড়াতে। গ্রামের যুবকরা কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেয়।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
শাখার ই-মেল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে **১৫.১০.২০২৪ তারিখে (মঙ্গলবার)।** ইচ্ছুক **ক্রেতাদের ১৪.১০.২০২৪ তারিখে (সোমবার) সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টার মধ্যে** গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামর অনুষ্ঠিত হবে **বিকেল ৪:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টার মধ্যে এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা, ১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ -তে।**

গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (টা.) খ) বায়না অর্থ জমা
১.	বাটা ক্রুশনা ভাঞ্জা, কার লোন অ্যাকাউন্ট নং 38244719651 **মার্সিডিজ বেনজ সিএলএস ক্লাস বিয়ারিং,** রেজিস্ট্রেশন নং. **WB26BD2626,** আরটিও: বারাসত জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ চেসিস নং. **WDD1173086L011457,** ইঞ্জিন নং **65193034847243**	২০১৯	ক) ১৪,৯৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৯,৯০০.০০ টাকা

শাখা কর্মকর্তার যোগাযোগ নং ৯৪০২৬৯৮৩৫৫ / ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "**এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা**"-র অনুকূলে। **নগদ গৃহীত হবে না।**
(খ) আগ্রহী ক্রেতাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে ১৪.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টার মধ্যে **এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা, ১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১** -তে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে আসল সহ কেওয়াইসি নথির (আইডি প্রমাণ এবং বাসস্থান প্রমাণ উভয়ই) অনুলিপি জমা দিতে হবে। এরপর আর কোনো ফর্ম গ্রহণ করা হবে না।
(গ) নিলামের সময় শুধু দরদাতা উপস্থিত থাকবেন।
নিলামের জন্য কোনও প্রতিনিধিকে অনুমতি দেওয়া হবে না।
(ঘ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(ঙ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(চ) সফল দরদাতাকে অবিলম্বে বিক্রয় পরিমাণের ২৫% (১০% +১৫%) জমা দিতে হবে।
(ছ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** নাম হস্তান্তর সহ রোড ট্যাক্স, বীমার মতো সমস্ত বিধিবদ্ধ / বিবিধ পাওনা ক্রেতা বহন করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না দিলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(চ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(ছ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "**এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা**" কোনও ভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দায়বদ্ধতা: বকেয়া করের দায় প্রায় ২.৫০ লক্ষ।

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৫.০৯.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৪,৭৭,০০০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা)** ২৫.০৫.২০১০ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অ্যাবকে ট্রেডিং কোম্পানি, ডিরেক্টরগণ শ্রী মনোজ আগরওয়াল, শ্রী গিরিধারি লাল আগরওয়াল, শ্রীমতি নমিতা আগরওয়াল এবং শ্রীমতি বীনা আগরওয়াল, জামিনদাতা অর্জুন লাল কেয়াল, কর্পোরেট জামিনদাতা অ্যাবকে ট্রেডস প্রা. লি.,** রেজি অফিস ১২এ, রাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, গুদাম ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ১১তম তল, পো. প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩, কাছ থেকে সংরক্ষিত মূল্য **৩৬,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,৬০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
একটি অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬০ বর্গফুট) (যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) জি-১০ তলা ভবনে একদশতম তলায়, ৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, পো : প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, থানা : বউবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, দলিল নং ০২২২১ তারিখ ০৩.০৩.২০০৫, **অ্যাবকে ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে। (সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৭৭১৫৫৪৭৫৪৭৭)।**
দায়বদ্ধতা : হাইকোর্ট মামলা নং : ১৬৩-২০২৪ সালের।
রক্ষণাবেক্ষণ ফি : ৮৯,০৫২.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৯.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৫.০৯.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২১,৮৫,০০০.০০ টাকা (একুশ লাখ পঁচাশি হাজার টাকা)** ৩১.১০.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি রীতা মজুমদার এবং শ্রী গুরুদাস মজুমদার, ঠিকানা** - ফ্ল্যাট ভারত তীর্থ, আনন্দপুরী 'ডি' রোড, পো- নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১৭,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৭০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৪.৬৮ শতক বা ২ কাঠা ১৩ ছটাক ১২ বর্গফুট, বা ২০৩৭ বর্গফুট প্লট নং ৩১, কমবেশি এবং তদস্থিত একটি একতলা পাকা ভবন অবস্থিত মৌজা : মামুদপুর, জেএল নং ০৯, আরএস নং ৭০, তৌজি নং ২২৯৬, খতিয়ান নং ২২৪৪, ২১৬০, হাল খতিয়ান নং ৪৯৩৯, আরএস দাগ নং ৪৮০১ এবং এলআর দাগ নং ৫০৫৯, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ৩৭০০/১৭-১৮, থানা : নৈহাটি (বর্তমানে শিবদাসপুর) এডিএসআরও নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
(সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন২০০০১৫৭৪৩৩৮৫)

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৯.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ০৯.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আঞ্চলিক অফিস- দুর্গাপুর,
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৩.০৬.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ- মেসার্স শিবগঙ্গা এন্টারপ্রাইজ, শ্রী সুবল চন্দ্র দে, শ্রীমতী পাপিয়া দে, সুমনা দে, শ্রী দেবাশিস হাজরা** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **৬২,৫২,৪৮৬.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ বাহান্ন হাজার চারশো ছিয়াশি টাকা মাত্র)তদুপরি ০৪.০৬.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিহারে উল্লিখিত সুদ পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **৬২,৫২,৪৮৬.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ বাহান্ন হাজার চারশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) তদুপরি ০৪.০৬.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিহারে উল্লিখিত সুদ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুলিশ লাইন, বর্ধমান শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ : শ্রীমতী পাপিয়া দে, স্বামী- দিলীপ কুমার দে এবং **শ্রীমতী সুমনা দে,** স্বামী- সুবল চন্দ্র দে **-এর মালিকানাধীন** দ্বিতল আবাসিক ভবনে এবং জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা , আলমগঞ্জ, এলআর খতিয়ান নং ৯৬০, ৯৬১, জেএল নং ৩১, থানা- এবং জেলা - বর্ধমান এর মধ্যে, আরএস প্লট নং ২৫৯, এলআর প্লট নং ৬৮৬, সাব প্লট নং ০২, ওয়ার্ড নং ২২, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৫১/বি। পরিমাপ ১৬২০ বর্গফুট (প্রায়)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, দক্ষিণ- অমল কুন্ডুর সম্পত্তি, পূর্ব - ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, পশ্চিম - অন্যান্যের জমি দ্বারা।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট -IV-A (দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০৯.২০২৪ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**চিত্তরঞ্জন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **ধর ফার্মেসি** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **ধর ফার্মেসি (স্বত্বা : শ্রী রাহুল ধর)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি একটি ফ্ল্যাট নং জি-৪ , একতলায় চারতলা বসবাসের ভবনে নাম সূর্যকিরণ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত পুরসভ হোল্ডিং নং ৫১/এন/৯, এস সি মুখার্জি রোড, কোন্নগর, কোন্নগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন,থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী রাহুল ধর এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি, উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক এভং অরোভিল অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণে : পুকুর ।	ক. ২২.০৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০২.০৭.২০২১ গ. ১৪.১০.২০২২	১. ১৬,৪০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**নিয়ামতপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **লক্ষ্মন প্রসাদ এবং ভারত প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং শ্রী ভারত প্রসাদ** পিতা শ্রী রঘুনাথ প্রসাদ, মৌজা : ভানরা, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : ভানরা,থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ২২৫৭, তাং ০৮.০৮.২০১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৬৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৯, এবং ২৮৩১, জেএল নং ৪৬, মৌজা : ভানরা, সীতারামপুর স্টেশন রোড বাইপাস লেন, মাস্টার পাড়া, লালা মন্দিরের নিকট, সীতারামপুর, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং শ্রী ভারত প্রসাদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : গোলক মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : দুর্গ প্রসাদ রুংটার জমি, উত্তরে : সতীশ চন্দ্র মন্ডলের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।	ক. ১৭.১৫ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ৩০.০১.২০২৪ গ. ২০.০৪.২০২৪	১. ১৫,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৮,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**আপকার গার্ডেন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহম্মদ জিবরাইল শা,** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **মহম্মদ জিবরাইল শা** হাজি নগর রেল, আসানসোল	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত হাজিনগর, রামডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ২৬, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, খতিয়ান নং ৭২৭৪, আরএস দাগ নং ১৪১৬৭, এল আর দাগ নং ১৮৯২০, থানা : আসানসোল উত্তর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাণ ২.৮ ডেসি. **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী জিবরেল শা। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : আনোয়ার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে :৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং মহ তিনুল এর সম্পত্তি, উত্তরে : মহ ইজলাইল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মহ রহমান এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ৯.৩২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৭.০৮.২০২৩ গ. ২৭.০২.২০২৪	১. ২৬,৩৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৩,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শুভদীপ কোনার** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রী শুভদীপ কোনার** পিতা শ্রী সুবোধ চন্দ্র কোনার, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-০৪৩৮২ তাং ১০.০৫.২০১১, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৪৬৯৮ এবং ৪৬৯৯, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৩৬, এরিয়া - ৫.৭ ডেসিমেল।সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শুভদীপ কোনার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে :ভূতনাথ কোনারের সম্পত্তি,পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া বাই লেন, উত্তরে : ভূতনাথ কোনারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ১৯.৬৫ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৭.০২.২০১৯ গ. ১৩.০৬.২০১৯	১. ১৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩২,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **প্রভাবতী প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদ, **সাকিন :** দক্ষিণ ধাদকা রোড, হনুমান মন্দিরের নিকট, পো এবং থানা : আসানসোল, আসানসোল -৭১৩৩০২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ধাদকা রোড দক্ষিণ, আসানসোল -৭১৩৩০২, বিক্রয় দলিল নং ১-৬৪৪০-২০০৩ সালের, প্লট নং ৪৫৯/১১৩৫, এলআর ১৫৮৭, খতিয়ান নং সিএস ৭ এবং আরএস ১৯১, জেএল নং ২৭,ওয়ার্ড নং ২৭, থানা : আসানসোল,এরিয়া : ১৭৫৫ বর্গফুট। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ধাদকা রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি, উত্তরে : প্রেমনাথ প্রসাদের ভবন, দক্ষিণে : গোপাল কোথ এর ভবন।	ক. ১৫.৯২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৫.০১.২০১৯ গ. ২৪.০৬.২০১৯	১. ৪০,৪২,০০০.০০ টাকা ২. ৪,০৪,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহ আইজাজ** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রী মহ আইজাজ** পিতা শ্রী ইমতিয়াজ শেখ, মৌজা : নরসিংহবাঁধ, থানা : হরিপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : নরসিংহবাঁধ, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,বিক্রয় দলিল নং ১-৫৮৬৬ তাং ০৯.১০.২০২০, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং৪৭৫৫, এবং ৪৭৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৪১৫। এরিয়া : ৭৬৫ বর্গফুট। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মহ আইজাজ এবং শ্রীমতি সাহিন পারভিন শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সরাফত হোসেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, উত্তরে : ইউসুফ আনোয়ারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : আলতাফ হোসেনের সম্পত্তি।	ক. ২১.৯৯ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.০৮.২০২২ গ. ৩১.১২.২০২২	১. ১৬,০১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬০,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ৩০.০৯.২০২৪ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://ebkray.in -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখের মধ্যে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

P-6-AMAR BANGLA 09_09_2024_Layout 1 9/8/2024 10:24 PM Page 1

চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণকাণ্ডে ঘটনাস্থলে উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক

অপসারিত মালদা শাখার সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই এবার আইএমএ (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) মালদা শাখার সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তীকে অপসারিত করা হল। শনিবার রাতে মালদা শহরের মিশন রোড সংলগ্ন আইএমএ ভবনে চিকিৎসকদের চরম অসন্তোষের মুখে পড়তে হয় ডাঃ তাপস চক্রবর্তীকে। এদিন রাতে ডাক্তারদের এই সংগঠনের একটি জরুরিকালীন সভা ডেকে সেখানেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের মালদা শাখার সভাপতিকেই অপসারিত করা হয়েছে। আর এই ঘটনায় চিকিৎসক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের পরের দিনই ওই মেডিক্যাল কলেজে দেখা গিয়েছিল আইএমএ'র মালদা শাখা সংগঠনের সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তীকে। আর এ নিয়েই মালদার চিকিৎসক মহলের ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়। সেই অসন্তোষের মধ্যেই ৭ সেপ্টেম্বর আইএমএ'র মালদা শাখা সংগঠনের সহ-সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন ডাঃ তপন চক্রবর্তী। এরপরই তড়িঘড়ি ডাকা হয় বৈঠক। যদিও সহ-সভাপতি তপনবাবুর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেনি আইএমএ সংগঠন। তারপরেই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের মালদা শাখার সভাপতির বিরুদ্ধে। এরপরই অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আইএমএ'র মালদা শাখা সংগঠনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এদিন রাত আটটা নাগাদ মিশন রোড সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট ভবনে চিকিৎসকদের বৈঠক শুরু হয়। আর সেই বৈঠক চলে গভীর রাত পর্যন্ত। বৈঠকের মাঝেই চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। সেই বৈঠকেই ডাঃ তপন চক্রবর্তীর সহ-সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ পত্র আরো উসকে দেয়। যদিও ওই চিকিৎসক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার কথা তিনি সভাতেই জানিয়ে দেন।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত ৮ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। এরপরের দিন ৯ অগস্ট ওই মেডিক্যাল কলেজে দেখা যায় আইএমএ'র মালদা শাখা সংগঠনের সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তীকে। যে ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে। তারই মধ্যে চিকিৎসক ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ওনাকে কেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে দেখা গেল তার কৈফেয়ত তিনি দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। আইএমএ'র মালদা শাখা সংগঠনের সহ সভাপতি ডাঃ হিমাচল দাস বলেন, আপাতত ডাঃ সায়ন্তন গুপ্তকে এই সংগঠনের মালদার শাখার সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পীযূষ কান্তি মণ্ডল সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন। তাকে সাহায্য করবেন ডাঃ নীলাদ্রি সাহা।

নির্যাতিতার যৌন হেনস্তার অভিযোগে মিলল অসঙ্গতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: অর্ধনগ্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় নাবালিকা ছাত্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হরিপালের বিডিও অফিস সংলগ্ন গোপীনগর এলাকায়। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উঠছিল, নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মেয়েটির গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। পুলিশের দাবি, তাতে অসঙ্গতি মিলেছে। এমনকী, স্বাস্থ্য পরীক্ষাতে অপহরণ ও নির্যাতনের প্রমাণ মেলেনি। সাংবাদিক বৈঠক করে তেমনটাই জানায় পুলিশ। শুক্রবার নাবালিকা উদ্ধারের পরই হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার নাবালিকার বাড়িতে ফোন করে খবর দেন। নাবালিকার মা, জেঠু ও একজন শিক্ষক হাসপাতালে পৌঁছন। পরে থানায় গিয়ে নাবালিকার বয়ান অনুযায়ী, এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। নাবালিকা পুলিশকে জানায়, 'সিঙ্গুরে স্কুল থেকে এক শিক্ষকের বাড়িতে টিউশন পড়তে যায় সে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাকে একটি সাদা গাড়িতে করে চারজন অপহরণ করে। তবে, হরিপালে কীভাবে গেল সেটা তার মনে নেই। সিঙ্গুরে বইয়ের ব্যাগ পড়েছিল। সেটি কুড়িয়ে সিঙ্গুর থানায় জমা দেয় দু'জন।' পুলিশ সুপার জানান, 'বিএনএস এর ৭৫-যৌন হয়রানি, ৭৬-আক্রমণ বা অবৈধ বলপ্রয়োগ, ১২৬ (২)-বেআইনি গতিরোধ, ১৩৭(২)-অপহরণ, ১১৫(২)-ইচ্ছাকৃত আঘাত, ৩৫১(২)-অপরাধ জনক ভীতি প্রদর্শন, এবং ৮ পকসো আইনে মামলা রুজু হয়।' এরপরই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। সিঙ্গুরের যে জায়গা থেকে নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে দাবি করে সেই এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ সিঙ্গুর স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখে। এমনকী, যে সাদা গাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে নাবালিকা দাবি করেছিল, তারও কোনও অস্তিত্ব পায়নি পুলিশ বলে জানিয়েছে।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, 'চারজন তাকে অপহরণ করেছিল বলে জানিয়েছিল নাবালিকা। একজন তার চেনা বলে জানিয়েছিল। ছবি দেখিয়ে তাকে চিহ্নিত করা হয়। পরে ওই যুবকের মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে জানা যায় সে ঘটনার সময় ভিন রাজ্যে রয়েছে। এমনকী সে এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বাইরেই আছে। নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের মনে হয়েছিল নাবালিকা যে অভিযোগ করছে সেটা ভালো করে খতিয়ে দেখা দরকার।

সাধারণ মানুষের স্বার্থে জনতার দরবারে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আস্থা মিতালিতেই, আরামবাগের দলীয় কার্যালয়ে জনতার দরবারে মানুষ আসছেন তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে। আর তা শুনে সমাধান করছেন সাংসদ মিতালি বাগ। জনতার দরবারে বসে এলাকার মানুষের কথা শুনছেন তিনি। নির্বাচন পর্ব মেটার পর পরই তিনি প্রান্তিক গ্রামের মানুষের স্বার্থে জনতার দরবারে বসার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো তিনি জনতার দরবারে বসে কাজ শুরু করেন। আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালি বাগের উপর আস্থা রেখে সাংসদ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসছেন তাঁদের সমস্যা, অভাব, অভিযোগ কিংবা মতামত জানাতে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন সাংসদ এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ দিচ্ছেন দ্রুত সমাধানের জন্য। প্রায় প্রতিদিন এই দরবারে শতাধিক মানুষ তাঁদের কথা জানাতে আসছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বলেছেন, আরামবাগ লোকসভার প্রতিটি মানুষ জানেন সাংসদই তাঁদের ভরসা। কেননা আরামবাগ মহকুমার চারজন বিধায়কই নিস্ক্রিয়। তারা জনতার জন্য কোনও কাজ করেনি। তাই এই দরবারে আসছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখাই সাংসদ মিতালি বাগের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাংসদ হওয়ার পর থেকেই তিনি জনসংযোগ করেন। সাংসদ যেখানেই যান পথ চলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। লোকসভা ভোট প্রচারের সময় তাকে একদিকে যেমন ঘাস কাটতে দেখা গিয়েছিল তেমনি ধান কাটা থেকে শুরু করে প্রান্তিক গ্রামে গিয়ে বেগুনে ভাজতেও দেখা যায়। তিনি সাংসদ হওয়ার আগে যেমন গ্রামের সাদাসিদে মহিলার ছিলেন তেমনি সাংসদ হওয়ার একইভাবে এলাকার মানুষের ঘরের মেয়ে রয়েছেন। এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালি বাগ জানান, আরামবাগের মানুষের আশীর্বাদেই সাংসদ হয়েছি। তাই জনতার জন্য জনতার দরবারে বসে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।

যশোর রোড সম্প্রসারণ করার জন্য লিখিত আবেদন জানালেন সাংসদ শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে যশোর রোড সম্প্রসারণ করে ৪ বা ৬ লেনের করার জন্যে লিখিত আবেদন জানালেন বনগাঁ সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, কটাক্ষ তৃণমূলের। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে। এই আমদানি রপ্তানি ব্যবসার বেশিরভাগ ট্রাক ১১২ নম্বর জাতীয় সড়ক (যশোর রোড) দিয়ে যাতায়াত করে এবং এই যশোর রোড সংকীর্ণ থাকার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় বাস ট্রাক চালক থেকে সাধারণ মানুষের। আগেও যশোর রোড সম্প্রসারণের একাধিকবার দাবি উঠেছিল কিন্তু বৃক্ষ প্রেমীদের প্রতিবাদে পিছু ঘটেছিল সরকার। এবার যশোর রোড চার থেকে ছয় লেন করার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে আবেদন জানালেন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। এই বিষয়ে বনগাঁর সংসদ শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, যশোর রোড সম্প্রসারণের জন্য ৭৪ কিলোমিটারের জন্য সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা আগেই বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। আমি ৪ লেন বা ওয়ানওয়ে করার জন্য আবেদন জানিয়েছি এবং উনি আশ্বস্ত করেছেন যশোর রোডের কাজ করবেন। সাংসদের আবেদন নিয়ে খুশি বড় গাড়ির চালক মালিক থেকে শুরু করে টোটো চালক সকলে। তাদের দাবি, যদি যশোর রোড সম্প্রসারণ হয় তাহলে খুব ভালো হবে। চিঠি যেন চিঠিতেই পড়ে না থাকে। যদিও এই বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, আগে ১০ বছরের সরকার ছিল বিজেপির। এতদিন পরে ওনারা দেখছেন এটা আই ওয়াশ।

সিউড়ি বিধানসভার রাজনগর ব্লকেরগুরজন ডিহি গ্রামের নিহত পরিযায়ী শ্রমিক অবিনাশ টুডুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানালেন। এছাড়াও তার পরিবারকে সরকারিভাবে সমস্ত সহযোগিতার আশ্বস্ত করলেন সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

বাম-বিজেপিকে একহাত নিলেন হরিপালের তৃণমূল বিধায়ক বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: আরজি কর ইস্যুতে বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। এবার সেই ঘটনায় তোপ দাগলেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, 'রাম-বাম এক হয়েছে। ওরা ভাবছে এটা বাংলাদেশ। ওদের আর কোনও ইস্যু নেই। বাংলাদেশের একটা ইস্যু ধার করে ওরা ভাবছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করবেন।' শনিবার রাতে বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপাল বিধায়ক করবী মান্না। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেচারাম মান্না বলেন, 'হরিপালের ঘটনা উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত, সিপিএম এবং বিজেপি চক্রান্ত করে সিঙ্গুর ও হরিপালের বদনাম করছে। সঠিক তদন্ত হয়েছে

সত্য ঘটনা উদঘাটিত করেছে পুলিশ।' পাশপাশি হরিপাল ও সিঙ্গুরের সমস্ত এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর আবেদন করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। অন্যদিকে হরিপাল থানায় বামেদের ছাত্র যুব সংগঠন ও বিজেপি একসঙ্গে থানা ঘেরাও কর্মসূচি করে এ প্রসঙ্গে বেচারাম মান্না বলেন, 'এর থেকেই প্রমাণিত বাম-রাম এক।'

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সামিল সাতারু সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'আরজি করের ঘটনা নিয়ে লজ্জিত হয়েছি, ভয়ও পেয়েছি, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। বাংলা নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ সেই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকছেই' ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে নর্থ চ্যানেল জয়ের পর কালনায় বাড়ি ফিরে রবিবার এমনই প্রতিক্রিয়া কালনার বারুইপাড়ার মেয়ে তথা সাঁতারু সায়নী দাসের। তিনি আরও বলেন, বিমানবন্দরে নেমে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানিয়েছি এই ঘটনার। সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৫টি চ্যানেল জয় করে ফেলেছেন কালনার সায়নী। গত ৩০ অগস্ট ১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিটের কিছু সময় বেশি নিয়ে ভারতের প্রথম মহিলা সাঁতার হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেছে সায়নী। একই সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে মহিলা হিসাবে এই প্রথম পাঁচটি সিন্ধু জয় করা মহিলা তিনিই। শনিবার রাতেই কলকাতা বিমানবন্দরের নেমেছেন তিনি, এরপর রবিবার বাড়ি ফিরে সিন্ধু জয়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শেয়ার করার পাশাপাশি আরজি করের ঘটনারও প্রতিবাদ জানান তিনি।

ধৃত ৪ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: অশান্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতির চাপে পড়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ ৪ বাংলাদেশি যুবকের। তবে শেষরক্ষা হল না, শনিবার অনুপ্রবেশের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চার যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের মোহিনীগঞ্জ এলাকায়। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের চাপে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে চার বাংলাদেশী যুবক। জানা গেছে, রায়গঞ্জের ভাটোল এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে রায়গঞ্জের মোহিনীগঞ্জ এলাকায় অচিন্ত্য বর্মনের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ওই চার বাংলাদেশী যুবক। তাদের নাম হৃদয় বর্মন, তুলা বর্মন, অন্তর বর্মন এবং লিপু রায়। এদের বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুরের বীরগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও এলাকায়। শনিবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ হানা দিয়ে এই চার বাংলাদেশী যুবক এবং অচিন্ত্য বর্মনকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

অভয়া ক্লিনিক ও রাজপথে আদালত কর্মসূচি বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আমরাও হাসপাতালে গিয়ে কাজে ফিরতে চাই, কিন্তু হাসপাতালগুলিতে সেই পরিকাঠামো নেই। আরজি করে কর্মরত অবস্থায় ডাক্তারের নৃশংস খুন ও ধর্ষণ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা কোনও রাজনৈতিক লোক নই। আমরা চাই অভয়ার সব দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এবং হাসপাতাল সহ সব জায়গাতেই মহিলাদের সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হোক। বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে চলা অভয়া ক্লিনিক ও জনতার দরবার রাজপথে আদালত কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করেন প্রতিবাদী ডাক্তাররা। আরজি করে চিকিৎসক মৃত্যুর পর লাগাতার আন্দোলন মিছিল বিক্ষোভ চলছে শহর, রাজ্য জুড়ে। এমত পরিস্থিতিতে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের পাশে অভয়া ক্লিনিক ও জনতার দরবার রাজপথে আদালত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ারা ও কর্মরত ডাক্তাররা। সকাল থেকেই এই অভয়া ক্লিনিকে দেখা মিলল মানুষের ঢল দূর দূরান্ত থেকে মানুষ অভয়া ক্লিনিকে আসছে।

এসডব্লিউএম প্রজেক্ট নষ্ট করার অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: এসডব্লিউএম প্রজেক্টকে নষ্ট করার জন্য গ্রামবাসীদের একাংশকে কাঠগড়ায় তুললেন খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অভিনব এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শ্যামপুর এলাকার বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে। জানা গিয়েছে, জানুয়ারি মাসে বারগ্রামের জোয়ারকোল দামোদর নদের ধারে চালু হয়েছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টটি। কিন্তু এই প্রজেক্ট নষ্ট করার জন্য গ্রামের একটা অংশের মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করলেন বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রণব ঘোষ ও উপপ্রধান কুন্তল বেরা। উল্লেখ্য, এই প্রজেক্টে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে শর্টিং করে পচানো হচ্ছে। পরে তা থেকে বায়োগ্যাস তৈরি হবে। উল্লেখ্য, এই প্রজেক্টের ভিতরে মাঝে মধ্যেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন আগুন ধরানো হয়? কেন কর্মীরা বেশিদিন কাজ করেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান ও উপপ্রধান এক যোগে জানিয়েছেন অনেকে মানুষের বিষ্টাকে ও সংগ্রাহকদের দিয়ে দিচ্ছেন। আর এই ধরনের কাজ ইচ্ছে করেই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান ও উপপ্রধান। পাশাপাশি বিড়াল, কুকুরের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এসএইচজি গ্রুপের মহিলারা ঘৃণায় কাজ ছাড়ছেন। তবে এখন চলছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া সম্প্রতি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলি মোল্লার উদ্যোগে হাওড়া জেলা পরিষদ সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা বরাদ্দ করায় পাঁচিল তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি কি কি বর্জ্য ফেলা যাবে -সে ক্ষেত্রে ও প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

মুম্বই ফেরত মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে চোর সন্দেহে গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মুম্বই ফেরত মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে চোর সন্দেহে গণপিটুনি। পুলিশের চেষ্টায় গণপিটুনির হাত থেকে প্রাণে বাঁচলেন যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসাবাটি সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৩২ বছরের মোস্তাফিজুর রহমান এবং ৩১ বছরের বছরের তাহামিনা বিবি স্বামী-স্ত্রী তারা মুম্বইতে থাকতেন। তারপর যুবকের স্ত্রী জানতে পারে স্বামী মানসিক ভারসাম্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন, সে কারণে তাকে চিকিৎসা করানোর উদ্দেশ্যে মুম্বই থেকে তারা বাড়িতে ফিরে ছিলেন। তারপর তাকে নিয়ে যুবকের স্ত্রী হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। হঠাৎই যুবককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর হাড়োয়া থানার পুলিশ যুবককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, ওই যুবক হাড়োয়া হাসপাতাল থেকে পালিয়ে ছিলেন, তারপর হাড়োয়া থানার অন্তর্গত বাসাবাটি সংলগ্ন এলাকায় তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন। এলাকার সাধারণ মানুষ তাকে চোর ভেবে গণপিটুনি দেয়। এমনকী হাতুড়ি দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যুবককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পর পরিবারের হাতে হস্তান্তর করে দেয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

সিউড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে প্রথম যুব প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন দেশের মানুষকে যথার্থ মানুষ রূপে গড়ে তোলাই দেশের উন্নতির একমাত্র পথ, কারণ রাজনৈতিক বা সামাজিক যে কোনও বিষয়ে সফলতার মূল ভিত্তি মানুষের সাধুতা। শুধুমাত্র আইন দ্বারা কোন জাতির উন্নতি হতে পারে না। এমনকী মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও কমতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজীর মানুষ করার শিক্ষার প্রসার, যাতে তারা সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারে। যেখানে স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, ঘৃণার কোন স্থান নেই। এই উদ্দেশ্যে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের ভাবাদর্শে

পরিচালিত সিউড়ি বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র, ৮ সেপ্টেম্বর সিউড়ি বাণীমন্দির শিক্ষা নিকেতনে একটি যুবক শিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়।

উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস। আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৫৮ তম আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণেন্দু মালাকার, জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক তনুময় সরকার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাজেশ কুমার মণ্ডল, জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মণ্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিপ্লব খাঁ সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপস্থিত আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। এরপর স্বাক্ষরতা বিষয়ক নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবিষয়ে জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক তনুময় সরকার জানান, 'সারা বিশ্বে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আরো বেশি করে স্বাক্ষরতার আলোয় আলোকিত করা। যারা এখনো স্বাক্ষর হয়নি, তাঁদের সাক্ষর করার মূল প্রচেষ্টা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।' এ বিষয়ে জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মণ্ডল বলেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জেলার স্বাক্ষরতার হার আরো বৃদ্ধি করা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে একটি পূর্ণ স্বাক্ষর জেলা হিসেবে পরিগণিত করা।'

বিধায়কের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতারের ঘোলদা গ্রামে রক্তদান শিবিরে এসে মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী। তিনি বলেন, মুদিখানা দোকানের মতো যেখানে সেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস করা যাবে না। এই বিষয়ে কর্মীদের সতর্ক হওয়ার কথা বলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের সাহেবগঞ্জ দু'নম্বর অঞ্চলের ঘোলদা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি দলীয় কার্যালয় রয়েছে। দলীয়ভাবে একটি পার্টি অফিসের স্বীকৃতি রয়েছে বাকি অফিস কিভাবে হল তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। তিনি মঞ্চে বলেন, যেখানে সেখানে মুদিখানার দোকানের মত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় করা যাবে না।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আরজি কর মেডিক্যালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। মহিলা মোর্চার সদস্যরাও মিছিলে যোগ দেন। বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে কয়েকশো বিজেপি কর্মী ও মহিলা মোর্চার সদস্যরা শহরের মেইন রাস্তায় মিছিল বের করে শিবমন্দির, কোর্ট চত্বর, সুভাষ পার্ক ও পাঁচ মাথার মোড় হয়ে পার্টি অফিসে ফিরে এসে মিছিল শেষ করে। মিছিল থেকে আরজি কর কাণ্ডের দোষীদের চরম শাস্তি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার সহ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হয়। মিছিলের ফলে কিছুক্ষণ সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় যানজট বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি চলবে বলে বিজেপির জেলা সভাপতি তুফান মাহাত জানিয়েছেন।

রুদ্রপ্রয়াগে অহিন্দু, রোহিঙ্গা, মুসলিম প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা সাইনবোর্ড, বিতর্ক

হিমাচলপ্রদেশ, ৮ সেপ্টেম্বর: উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগের গ্রামে গ্রামে অহিন্দু, রোহিঙ্গা মুসলিম এবং হকারদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সাইনেবোর্ড ঘিরে বিতর্ক। এই ধরনের সাইনবোর্ড যে পড়েছে, সেটা নেমে নিয়েছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও। তাঁদের দাবি, বহু জায়গায় সাইনবোর্ড সরানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রামে গ্রামে এই সাইনবোর্ড বুঝিয়ে দিচ্ছে, উগ্র হিন্দুত্বের দাপট ক্রমশ বাড়ছে বিজেপিশাসিত রাজ্যটিতে।

রুদ্রপ্রয়াগ মূলত হিন্দুপ্রধান এলাকা। প্রতিবছর বহু পুণ্যার্থী এই এলাকায় যান। সেই রুদ্রপ্রয়াগেই অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ডাক। জানা গিয়েছে, রুদ্রপ্রয়াগের বহু গ্রামে এই একই ধরনের সাইনবোর্ড পড়েছে। তাতে লেখা, 'অহিন্দু, রোহিঙ্গা মুসলিম এবং হকারদের প্রবেশ নিষেধ। যদি এই ধরনের কাউকে গ্রামে দেখা যায়, তা হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে।' স্থানীয় গ্রামসভার নামে এই সাইনবোর্ডগুলি দেওয়া হয়েছে। যদিও কারা এই সাইনবোর্ড দিয়েছে, তা জানা যায়নি।

এই সাইনবোর্ড কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছে স্থানীয় মুসলিম সংগঠনগুলি। তাদের দাবি, রাজ্যে মুসলিমদের পক্ষে বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়ছে। ক্রমাগত তাঁদের টার্গেট করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য দ্রুততার সঙ্গে এ নিয়ে পদক্ষেপ করছে বলে দাবি। রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশ স্বীকার করে নিয়েছে, এই ধরনের সাইনবোর্ড কিছু গ্রামে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বহু সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বাকিগুলি সরানোর কাজ চলছে। তবে কারা এই সাইনবোর্ড দিয়েছে, সেটারও খোঁজ করছে পুলিশ।

এর আগে কানোয়ার যাত্রা চলাকালীন এই উত্তরাখণ্ডেই বহু মসজিদ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সাদা কাপড়ে। সে নিয়েও বিতর্ক হয়। পরে সেই পোস্টার সরিয়ে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে কুমিরাশ্রু রাহুল গান্ধির: জি কিষাণ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: নারী সুরক্ষা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। বললেন, 'মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে কুমিরাশ্রু ঝরাচ্ছেন রাহুল গান্ধি।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির দাবি, তেলঙ্গানার জৈনুরে একজন অটোচালক এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে যখন, তখন রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস পার্টি তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। তার কারণ অভিযুক্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর। আর কংগ্রেস সবসময়ই মহিলাদের সুরক্ষা ও তাদের মঙ্গলের তুলনায় তুষ্টিকরণের রাজনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটতেই রাহুল গান্ধির হঠাৎ সক্রিয় হয়ে মন্তব্য করা নিয়ে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। তিনি বলেন, 'আইন-কানুন ও সরকার সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। কোনও কিছু ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে যেখানে গোটা দেশ উত্তাল, সেখানেই জোটসঙ্গী হওয়ায় কংগ্রেস কী ভাবে চুপ রয়েছে, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দেশজুড়ে বিগত তিন মাসে মহিলাদের ওপরে হওয়া নানা অত্যাচারের ঘটনার উদাহরণও দেন তিনি। ১৩ জুন সুলতানাবাদে একটি চালকলে ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা থেকে শুরু করে ২১ জুলাই দুই মহিলাকর্মীকে গাড়িতে যৌন হেনস্থা, কিংবা ৩০ জুলাই চলন্ত বাসে ২৬ বছরের যুবতীকে ধর্ষণ, ২২ অগস্ট দুই মহিলা সাংবাদিকের ওপরে কংগ্রেস কর্মীদের হামলা- যাবতীয় তথ্য

তুলে ধরে রাহুল গান্ধিকে একহাত নেন জি কিষাণ রেড্ডি। শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে, বিজেপি এই সমস্ত নির্যাতনের ঘটনায় সরব হয়েছে। তিনি বলেন, 'যুবরাজকে বুঝতে হবে যে এই ধরনের বাছাই করা দৃষ্টিভঙ্গি-সমালোচনা মহিলাদের ওপরে হওয়া নির্যাতন রুখতে কোনও সাহায্য করে না, বরং ভণ্ডামিই ফাঁস করে দেয়। ভারতে এমন দায়িত্বহীন বিরোধী দলনেতা আগে কখনও ছিল না।'

নিউ ইয়র্কে ইহুদিদের গুলি করে হত্যার ছক, ধৃত পাক নাগরিক

নিউইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে দুই দশকেরও বেশি সময়। কিন্তু ৯/১১-র দুঃস্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ায় আমেরিকাকে। এবার সেই হামলার ধাঁচে বড় হামলার ছক কষতে গিয়ে ধরা পড়ল এক পাকিস্তানি নাগরিক। ফলে ভেস্তে গেল হামাসের ইজরায়েলে হামলার বর্ষপূর্তিতে নিউ ইয়র্কে ইহুদিদের উপরে হামলার পরিকল্পনা।

কানাডার কুইবেকের প্রদেশের ওরমস্টাউন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহজেব নামের ওই অভিযুক্তকে। টরন্টোর কাছেই বাড়ি তার। প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা যাচ্ছে, আইএসের সদস্য ছিল সে। তবে শাহজেবের সঙ্গে নাকি আরও দু'জন ছিল। তাদের সন্ধান এখনও মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। চলছে তল্লাশি। ধৃতকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ঠিক কী মতলব ছিল শাহজেবের? জানা যাচ্ছে, ব্রুকলিনে ইহুদি সেন্টারে গুলিবর্ষণের মতলব কষছিল সে। লক্ষ্য ছিল, যত বেশি সম্ভব ইহুদিকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা। স্বাভাবিক ভাবেই এমন কথা শুনে শিউরে উঠছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু কেন নিউ ইয়র্কই? অভিযুক্ত জানাচ্ছে, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ইহুদি বসবাস করে আমেরিকাতেই। তাই ওই শহরকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। সে 'টার্গেট' করে নেওয়া বাড়িটির ছবি ও ভিডিও তুলে আন্ডারকভার এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে বন্দুক, গোলাবারুদ, ছুরি চেয়ে পাঠায়।

জানা গিয়েছে, শাহজেব নিয়মিতই সোশ্যাল মিডিয়া ও এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকেই আইএসের সমর্থনে পোস্টও করত। জঙ্গি গোষ্ঠীদের প্রোপাগান্ডা ভিডিও ও ইস্তেহার ছড়াত। দোষী সাব্যস্ত হলে তার কুড়ি বছরের জেল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক দৃঢ় করতে মার্কিন মুলুকে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: তিনদিনের জন্য আমেরিকা সফরে গিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে মার্কিন মুলুকে পা রেখেছেন তিনি। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হন প্রবাসী ভারতীয়রা। বিমানবন্দরে রাহুলকে স্বাগত জানানোর ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে। উল্লেখ্য, প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্বে দেন বিতর্কিত কংগ্রেস নেতা শ্যাম পিত্রোদা। লোকসভা নির্বাচনের সময়ে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করে দলীয় পদ গেলেও, ভোট মিটতেই ফিরে পান সেই পদ। এবার আমেরিকা সফরে রাহুলের ছায়াসঙ্গী হবেন তিনি।

তিনদিনের আমেরিকা সফর ঘিরে রাহুল যথেষ্ট উৎসাহী। রবিবার টেক্সাসে পৌঁছতেই কংগ্রেস সাংসদকে স্বাগত জানাতে জাতীয় পতাকা হাতে বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। রাহুল বেরতেই ফুল দিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। নিজের ফেসবুকে তিনি লেখেন, 'এই সফরে দু' দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। আশা করছি, আলোচনা এবং কথোপকথনের মাধ্যমে দু' দেশের বন্ধন দৃঢ় হবে।'

জানা গিয়েছে, রবিবার ডালাসে থাকবেন রাহুল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন, স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। ডালাস থেকে সোমবার তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবেন। রাহুলের গোটা সফরসূচি ঘোষণা করেছেন স্যাম পিত্রোদা। বিমানবন্দরে রাহুলকে স্বাগত জানাতেও হাজির ছিলেন তিনি। তবে প্রশ্ন উঠছে, ভারতের মানুষকে নিয়ে যে নেতা বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন সেই নেতাই কেন আমেরিকা সফরে রাহুলের সঙ্গী হচ্ছেন? যদিও ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের সভাপতি পদে রয়েছেন পিত্রোদা।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে আমেরিকার উত্তরাধিকার আইন ভারতে লাগু করার কথা বলে বিতর্কে জড়ান কংগ্রেস নেতা শ্যাম। জাতীয় ঐক্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এটা বৈচিত্র্যময় দেশ এখানে পূর্বাঞ্চলের লোকেদের চিনাদের মতো দেখতে, পশ্চিমাঞ্চলের লোকেদের আরবদের মতো দেখতে, উত্তরের লোকেরা ফর্সা, আবার দক্ষিণের মানুষদের আফ্রিকানদের মতো চেহারা।' বিতর্কের মুখে পড়ে তিনি পদত্যাগ করলেও, নির্বাচন মিটতেই ফের পদে ফিরিয়ে আনা হয় পিত্রোদাকে।

'তরঙ্গ জুড়ে প্রতিধ্বনি', আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন মাওলানা: আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ (এমএকেএআইএএস) বালিতে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্যোগে ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'তরঙ্গ জুড়ে প্রতিধ্বনি ইন্টারসেকশনস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার শেয়ার্ড কালচারাল হেরিটেজ পুনর্বিবেচনা' অনুষ্ঠিত হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ (আইএসসিএস) একটি ভারত ভিত্তিক সুপরিচিত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি স্মরণে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে এবং এটি দুই দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগের দিকেও নজর দিতে সাহায্য করবে। উভয় পক্ষের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা, অ্যাকাডেমিক উপস্থাপনা এবং আলোচনার মাধ্যমে, এটির

লক্ষ্য হবে অনাদিকাল থেকে দুই জাতিকে আবদ্ধ সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রির আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক, ভাষাগত, ধর্মীয় এবং শৈল্পিক আদান-প্রদান সমন্বিত একটি প্রদর্শনীর সঙ্গে ইভেন্টটি ১৪ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন ইন্দোনেশিয়ান সরকারের একজন সম্মানিত প্রধান অতিথি, আম্ব। সন্দীপ চক্রবর্তী- ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত, ড. শশাঙ্ক বিক্রম বালিতে ভারতের কনসাল জেনারেল এবং ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ- পরিচালক এমএকেএ আইএএস এবং অরিন্দম মুখোপাধ্যায়- ডিরেক্টর আইএসসিএস।

বন্দে ভারত চালানো নিয়ে তর্কাতর্কি হাতাহাতি লোকো পাইলটদের মধ্যে!

উদয়পুর, ৮ সেপ্টেম্বর: এবার বন্দে ভারতে নয়া সমস্যা হল। যাত্রীদের মধ্যে নয়, তর্কাতর্কি-হাতাহাতি বেধে গেল লোকো পাইলটদের মধ্যেই! ট্রেন কে চালাবে, তা নিয়ে। ঘটনাটি আগ্রা থেকে উদয়পুরগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের।

যেখানে দুই লোকো পাইলটের মধ্যে বচসা, হাতাহাতি বেধে গেল ট্রেন চালানো নিয়ে। এ বলে 'আমি ট্রেন চালাব', ও বলে, 'তুই সর, আমি চালাব'! এই নিয়ে ট্রেনের দরজার সামনেই হাতাহাতি। চালকের কেবিন ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলে, জানালা দিয়েই জোর করে ভিতরে গলে যান অনেকে। আবার ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এক লোকো পাইলটকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতেও দেখা যায়। ধস্তাধস্তি, মারপিটে ভেঙে যায় গার্ড রুমের দরজার লক ও গ্লাস উইন্ডোপ্যান।

জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই উদ্বোধন হওয়া নতুন রুটের এই ট্রেন চালানোর দায়িত্ব কার হাতে যাবে, তা নিয়ে রেলওয়ের অন্দরেই সংশয় তৈরি হয়েছে। পশ্চিম-মধ্য রেলওয়ে, উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে ও উত্তর রেলওয়ে- তিন বিভাগই তাদের কর্মীদের নির্দেশ দেয় আগ্রা-উদয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর। তিন বিভাগের লোকো পাইলটই হাজির হন ডিউটিতে। এবার ট্রেন কে চালাবেন, তা নিয়েই তর্ক লেগে যায়।

রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভূমিকা নিতে হবে ভারত ও চিনকে!

কিয়েভ, ৮ সেপ্টেম্বর: কবে থামবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। পেরিয়ে গিয়েছে আড়াই বছর। হামলা পালটা হামলা, মৃত্যুমিছিল সবকিছুই অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে সংঘর্ষ থামানোর আর্জি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মুখে। শনিবার তিনি সাক্ষাৎ করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। আর সেপ্রসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, এই লড়াই থামাতে বড় ভূমিকা নিতে হবে ভারত ও চিনকে।

শনিবার জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মেলোনির। ইউক্রেনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি জানিয়ে দেন, কিয়েভের প্রতি তাঁদের এই সমর্থন কেবল নৈতিক কর্তব্যই নয়। বরং ইটালির জাতীয় স্বার্থেই অন্য একটি দেশের জাতীয় অখণ্ডতা বজায় রাখতে চান তিনি। মেলোনির কথায়, আমার সিদ্ধান্ত কখনওই বদলাবে না। চিন ও ভারতকেও এই সংঘর্ষ থামাতে ভূমিকা পালন করতে হবে। এদিকে ন্যাটোর সাধারণ সম্পাদক জেন্স স্টোলটেনবার্গ শুক্রবারই চিনের কাছে আবেদন জানান, ইউক্রেন সংঘর্ষে রাশিয়াকে সমর্থন না করার জন্য। তাঁর মতে, এই যুদ্ধ যে অব্যাহত রয়েছে তার পিছনে বেজিংয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। যদিও চিন আগেই ন্যাটোকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে তোপ দেগেছিল।

সম্প্রতি হঠাৎই যুদ্ধবিরতির কথা শোনা গিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের গলায়। যুদ্ধ থামানোর জন্য তিনি ভরসা করতে চাইছেন ভারত, চিন, ব্রাজিল- এই তিন দেশের উপরে। গত অগস্টে ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন মোদি। সেই সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানান, তিনি চান ভারসাম্য রক্ষার কূটনীতির বদলে সরাসরি তাঁদের পাশেই এসে দাঁড়াক ভারত। সুতরাং এই লড়াই থামাতে নয়াদিল্লিকে যে সব পক্ষই পাশে চাইছে তা পরিষ্কার।

লোকালয় থেকে উদ্ধার কুমির। মুম্বইয়ের মুলুন্দ এলাকায় একটি হাউসিং সোসাইটির ভিতরে প্রবেশ করেছিল একটি কুমির। জানা গিয়েছে, সেটি লম্বায় ছিল প্রায় ৯ ফুট। সকালে সেটিকে দেখেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাবাসীদের মনে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন বন দপ্তরে।

ইউটিউব দেখে অস্ত্রোপচার! প্রাণ গেল কিশোরের

পাটনা, ৮ সেপ্টেম্বর: ইউটিউব দেখে অস্ত্রোপচার!

পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছিল ১৫ বছরের কিশোর। গলব্লাডার অপারেশন করার কথা ঠিক করেন চিকিৎসক। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচার তিনি করলেন ইউটিউব দেখে! শেষপর্যন্ত যার জেরে প্রাণ খোয়াতে হল ওই কিশোরকে। এমনই মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটেছে বিহারের সারানে।

প্রয়াত কিশোর কৃষ্ণ কুমারের বাবার দাবি, ছেলের কাতর অবস্থা দেখে তিনি তাকে গণপতি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই কিশোর টানা বমি করছিল। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হতেই বমি কমে যায়। এর পর চিকিৎসক অজিতকুমার পুরী জানান, অস্ত্রোপচার করবেন। এই চিকিৎসক আদৌ চিকিৎসক কিনা তা নিয়ে সন্দিগ্ধ বাড়ির লোক। তাঁদের দাবি, ওই চিকিৎসক আসলে হাতুড়ে ডাক্তার। এমনকী, অস্ত্রোপচারের জন্য অভিভাবকদের অনুমতিও নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। তাঁরা জানাচ্ছেন, কিশোরের বমি বন্ধ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

ইউটিউব দেখে গলব্লাডার

অপারেশন করা হয় বলে দাবি। আর তার পরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে কিশোরের। বেগতিক দেখে অভিযুক্ত চিকিৎসক নিজেই একটি অ্যাম্বুল্যান্স বুক করে দ্রুত কিশোরকে নিয়ে ছোটেন পাটনা। কিন্তু যাত্রার মাঝপথেই প্রাণ হারায় কিশোর। তখন হাসপাতালের সিঁড়িতেই ছেলেটির দেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পালিয়ে যান ভুয়ো চিকিৎসক ও তাঁর সঙ্গীরা।

ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিশোরের দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি গণপতি সেবাসদনের অন্য কর্মীদেরও খোঁজ চালাচ্ছে।

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No. :- 03/2024-25, Dated: 06.09.2024** for Repair and Renovation Works for existing Boundary Wall at W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II Project Campus **[Amounting to Rs. 6,32,733.00] . Last Date of Submission of Tender Paper: 18.09.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact with the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

Chandrabhag Gram Panchayat
Kanaipur, Bantul, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **NIT No.: WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-2/24-25, Date: 05/09/2024.** Construction of 3 nos. PCC Road, Soak Pits, Leach Pits, Vertical Filter in 4 Nos. Mouza, 1 No Pucca Drain, Sinking 1 No Tube Well, Installation of 12.5 HP Pump Motor with Electrification.**WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-3/24-25, Date: 05/09/2024.** Construction of Courtyard with PCC, 2 Nos. PCC Road, Installation of Highmast Light 4 nos. Beautification of Children Park 1 No. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-4/24-25, Date: 06/09/2024.** Construction of Roof of Gohalberia Sansad I, Mouza- Kulitapara, J.L. No.- 82. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-5/24-25, Date: 07/09/2024.** 30 Nos. Construction of Filter Chember with Slit Chember for 4 MIS villages under Chandrabagh GP. Details are available in - **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Chandrabhag Gram Panchayat

বিলিয়নিয়ারের মেয়েকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের রানি সাবালেঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচটা শেষ হতেই শুয়ে পড়লেন কোর্টে। আবেগ সামলাতে না পেরে মুখে হাত রেখে কাঁদলেনও। উঠে হাত মেলালেন প্রতিপক্ষ ও আম্পায়ারের সঙ্গে। এরপর র‍্যাগকেট ছুড়ে দুই হাত ওপরে তুলে মাতলেন উদ্‌যাপনে। পরে নিজের দলের সঙ্গে গিয়েও করেছেন উদ্‌যাপন। প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন জয় বলে কথা, আরিনা সাবালেঙ্কার উদ্‌যাপনও তাই ছিল বাঁধনহারা।

গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন সাবালেঙ্কা। তবে ফাইনালে কোকো গাফের বাধা পেরোতে পারেননি। রানারআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। এবার আর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বেলারুশের এই টেনিস তারকা। দারুণ লড়াইয়ের পর হারালেন মার্কিন বিলিয়নিয়ার টেরি পেগুলার কন্যা জেসিকা পেগুলাকে। জমে ওঠা ম্যাচে পেগুলার বিপক্ষে সাবালেঙ্কার জয় ৭-৫, ৭-৫ গেমে।

২৬ বছর বয়সী সাবালেঙ্কার এটি তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি। আগের দুটি ট্রফিই তিনি জিতেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। গত বছরের পর এবারও বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামটি গিয়েছিল সাবালেঙ্কার দখলে। এ বছরটি সব মিলিয়ে দারুণ কাটল সাবালেঙ্কার। বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্লামের দুটিই জিতে নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই জয়ে হার্ড কোর্টে নিজের আধিপত্যও ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা। পেগুলাকে হারানোর মধ্য দিয়ে এই কোর্টে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকলেন তিনি।

প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন জেতার প্রতিক্রিয়ায় সাবালেঙ্কা বলেছেন, 'আমি এই মুহূর্তে নির্বাক। এটা সব সময় আমার স্বপ্ন ছিল এবং আমি শেষ পর্যন্ত সুন্দর এই ট্রফিটি জিততে পেরেছি। আপনি যদি কোনো কিছুর জন্য কঠিন পরিশ্রম করেন এবং সবকিছু উৎসর্গ করে দেন, একদিন সেটা আপনার মিলবেই। আমি নিজেকে নিয়ে দারুণ গর্বিত। আমি কখনো এই কথা বলিনি, তবে আমি সত্যিই নিজেকে নিয়ে দারুণভাবে গর্বিত। আমি আমার দলকে নিয়েও গর্বিত।'

সাবালেঙ্কার আনন্দের বিপরীতে পেগুলার জন্য দিনটা ছিল হতাশার। প্রথমবারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন, কিন্তু লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি। এর আগে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কার কাছে হেরেছিলেন তিনি। ফাইনালে সেই হারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন মার্কিন এই টেনিস তারকা। কিন্তু ৩০ বছর বয়সী পেগুলার সেই আশা পূরণ হলো না। প্রতিশোধের অপেক্ষাটা আরেকটু বাড়ল তাঁর।

চিনকে ৩-০ গোলে হারাল ভারত, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে জয় দিয়ে শুরু হরমনপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যাশা অনুযায়ী জয় দিয়ে শুরু হল ভারতের। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে প্রথম ম্যাচ জিতল গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল। চিনকে ৩-০ গোলে হারালেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জিতল ভারত।

রবিবার হুলুনবুইরে আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, তিনটি কোয়ার্টারে গোল করে ভারত। শুরুটা অবশ্য খারাপ করেনি চিন। প্রথমেই আক্রমণে ওঠে তারা। কিন্তু গোলের নীচে সজাগ ছিলেন কৃষ্ণ পাঠক। ৬ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল করতে পারেনি চিন। প্রাথমিক চাপ সামলে খেলায় ফেরে ভারত। ১৪ মিনিটের মাথায় ওপেন প্লে থেকে প্রতিপক্ষ সার্কেলের মধ্যে ঢুকে পড়েন ভারতের যুগরাজ সিংহ। তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন সুখজিৎ সিংহ। এগিয়ে যায় ভারত।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণের চাপ বাড়ায় ভারত। বেশির ভাগ সময় চিনের অর্ধেই খেলা চলছিল। চিন প্রতি আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও কাজের কাজ করতে পারছিল না। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে ২৭ মিনিটের মাথায় ভারতের হয়ে ব্যবধান বাড়ান উত্তম সিংহ।

তৃতীয় কোয়ার্টার শুরুর সাত মিনিটের মাথায় ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এ বার মনপ্রীত সিংহ বল বাড়ান অভিষেককে। তিনি গোল করতে ভুল করেননি। তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পরে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি চিন। চতুর্থ কোয়ার্টারে কয়েকটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে ভারত।

দলের খেলায় খুশি হরমনপ্রীত। খেলা শেষে দলের অধিনায়ক বলেন, তআমরা ভাল খেলেছি। বেশ কয়েকটা সুযোগ তৈরি করেছিলাম। তার মধ্যে তিনটে কাজে লাগাতে পেরেছি। দলে কয়েক জন তরুণ খেলোয়াড় এসেছে। তাদের সময় দিতে হবে। এশিয়ার দলের বিরুদ্ধে খেলে নিজেদের খেলার আরও উন্নতি করতে পারবে ওরা। আশা করছি ওরা ভবিষ্যতে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।দ

গত মাসেই প্যারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। এশিয়ার দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল পারফরম্যান্স ছিল ভারতের। গত বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিলেন হরমনপ্রীতেরা। আরও এক বার সেই লক্ষ্যে নেমেছেন তাঁরা।

প্রথম হয়েও সোনার পদক পেলেন না ইরানের থ্রোয়ার, ভারতের রুপো হয়ে গেল সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন প্যারালিম্পিক রেকর্ড গড়ে প্রথম হয়েছেন, সোনা জয়ের আনন্দে উদ্‌যাপনও করেছেন। কিন্তু বেইত সাদেঘের গলায় আর পদক উঠল না। আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে ইরানের এই অ্যাথলেটকে ফাইনালে অযোগ্য ঘোষণা করে তাঁর পদক বাতিল করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি (আইপিসি)।

সাদেঘের দুর্ভাগ্যে 'কপাল খুলেছে' ভারতের নবদ্বীপ সিংয়ের। প্যারালিম্পিক জ্যাভেলিন থ্রো এফ৪১ ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় হয়েও সোনা জিতেছেন এই থ্রোয়ার।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ক্রীড়াবিদদের নিয়ে আয়োজিত প্যারালিম্পিককে জ্যাভেলিন থ্রো এফ৪১ ক্যাটাগরিতে খেলেন খর্বকায় খেলোয়াড়েরা। আজ প্যারিসে ছেলেদের বিভাগে ইরানের সাদেঘ ৪৭.৬৪ মিটার দূরত্বে জ্যাভেলিন ছুড়ে অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড গড়েন। নতুন রেকর্ড নিশ্চিত হতেই বাতাসে ঘুষি ছুড়ে এবং লম্বা দৌড় দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সাদেঘ। এরপর একটি কালো পতাকা হাতে নেন, যেটিতে আরবি লেখা ছিল।

জ্যাভেলিনে অপ্রতিরোধ্য (আনস্টপেবল) উল্লাসকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া দেশের পতাকা ছাড়া অন্য কোনো পতাকাও বহন করা যায় না। দুটিতেই কার্ড দেখার শঙ্কা থাকে। প্যারালিম্পিক কমিটি অবশ্য সাদেঘকে 'ডিসকোয়ালিফায়েড' করতে গিয়ে সুস্পষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করেনি। ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিকসের (ডব্লুপিএ) বিবৃতিতে বলা হয়, সাদেঘ সংস্থার আচরণবিধি ও নৈতিকতাবিষয়ক ৮.১ ধারা ভঙ্গ করেছেন।

সাদেঘ ফাইনালে 'অযোগ্য' ঘোষিত হওয়ায় সোনার পদক দেওয়া হয় ভারতের নবদ্বীপকে, যিনি ৪৭.৩২ মিটার দূরত্বে জ্যাভেলিন ছুড়ে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। প্যারালিম্পিকের এই ইভেন্টে এটি ভারতের প্রথম সোনা।

ভারতের প্যারা, অ্যাথলেটিকসের প্রধান কোচ সত্যনারায়ণ বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানান, সাদেঘ ভুল পতাকা ব্যবহার করাতেই অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন, 'ইরান আপিল করেছিল। সেটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় নবদ্বীপের পদক উন্নীত হয়ে রুপা থেকে সোনা হয়েছে। প্যারালিম্পিক কমিটির আচরণবিধি অনুসারে রাজনৈতিক স্লোগান ব্যবহার করা যায় না। ইরানের প্রতিযোগী ভুল পতাকা ব্যবহার করায় তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।'

ভারতের মাটিতেই টেস্ট খেলতে চায় আফগানিস্তান, আরও বেশি সুযোগের অনুরোধ অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছর ধরেই ভারতকে 'হোম ভেন্যু' বানিয়ে ফেলেছে আফগানিস্তান। এ দেশের মাটিতেই টেস্ট খেলছে তারা। এ বার ভারতেরই একটি মাঠকে পাকাপাকি ভাবে 'ঘরের মাঠ' বানানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন অধিনায়ক হাসমাতুল্লাহ শাহিদি। পাশাপাশি আরও বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধও করেছেন।

নিরাপত্তার কারণে এখন নিজের দেশে খেলতে পারে না আফগানিস্তান। তারা ইতিমধ্যেই ভারতের গ্রেটার নয়ডা, লখনউ, দেহরাদূন-সহ বিভিন্ন মাঠে খেলে ফেলেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে শাহিদি বলেছেন, ভারতই আমাদের ঘর। আমরা যখন কোনও দলকে আমন্ত্রণ জানাই, তারা তত দিনে ভারতের মাটিতে আমাদের থেকে বেশি টেস্ট খেলে ফেলেছে।

শাহিদির সংযোজন, আশা করি ভারতে আমরা একটা ভাল মাঠ পাব। যদি নির্দিষ্ট একটা মাঠেই খেলতে পারি, তা হলে আমাদের খুব সুবিধা হবে। আশা করি আফগানিস্তান এবং ভারতীয় বোর্ড আলোচনা করে আমাদের ভাল মাঠ দেবে।

কেন ভারতে একটি নির্দিষ্ট মাঠ চাইছেন তার ব্যাখ্যা গিয়ে শাহিদি বলেছেন, যদি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আমাদের পরিসংখ্যান দেখেন, দেখবেন অনেক ভাল। কারণ আমরা

নিজেদের দেশে খেলেছি। আমরা ওখানকার পরিস্থিতি জানি। আশা করি আগামী দিনে একটা সময় আসবে যখন বাকি দেশগুলোও আফগানিস্তানে গিয়ে খেলতে পারবে। আমাদের পরিসংখ্যান তখনও আরও ভাল হবে।

২০১৭ সালে টেস্ট খেলার স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে মাত্র ন'টি ম্যাচ খেলেছে আফগানিস্তান। বেশির ভাগই একটি ম্যাচের সিরিজ। শাহিদি বলেছেন, ছ'বছরে ন'টা ম্যাচ মোটেই ভাল নয়। আমরা এই ফরম্যাটে নতুন। নিয়মিত আরও সুযোগ পেলে অনেক উন্নতি করতে পারব। তবে এটা পুরোটাই এসিবি এবং আইসিসি-র বিষয়।

পুলিশের বিরুদ্ধে হতশ্রী ফুটবল খেলে হার সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও লজ্জা এড়াতে পারল না মোহনবাগান। পুলিশ এসি-র কাছে হেরে গেল ২-৩ গোলে। নিয়মরক্ষায় ম্যাচেও পয়েন্ট পেতে ব্যর্থ ডেগি কার্ডোজোর দল।

কল্যাণী থেকে ব্যারাকপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল খেলা। সেখান আগাগোড়া ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। ১৩ মিনিটেই গোল হজম করে মোহনবাগান। পুলিশের শসেখ আসিফ আহমেদ দূরপাল্লার শটে গোল করেন। মোহনবাগানের গোলকিপার অভিষেক তখন জায়গাতেই ছিলেন। এর কিছু ক্ষণ পরেই সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু সালাউদ্দিন বল গোলে পাঠাতে পারেননি।

পুলিশ ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগানের আত্মঘাতী গোলে।

পুলিশ এসি-র এক ফুটবলার বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ডান দিক থেকে। সেই ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের জালেই ঢুকিয়ে দেন মোহনবাগানের ব্রিজেশ। ৭০ মিনিটে ০-৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে সবুজ-মেরুন। রক্ষণ এবং গোলকিপারের মিলিত ভুলে গোল করেন পুলিশের আশিস।

দলের হতশ্রী ফুটবল দেখে এর পরেই মাঠ ছাড়তে শুরু করেছিলেন মোহনবাগানের সমর্থকেরা। শেষ বেলায় তবু একটু সম্মান বাঁচান ফুটবলারেরা। ৮৮ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন এঙ্গসন সিংহ। সংযুক্তি সময়ে আরও একটি গোল শোধ করেন ভিয়ান। তবে দলের হার এড়াতে পারেননি।

১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ বি-তে সপ্তম স্থানে শেষ করল মোহনবাগান। তারা চারটি ম্যাচ জিতেছে। চারটি করে ড্র এবং হার।

জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের ১০ গোলের রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেশনস লিগের আলাদা ম্যাচে গতকাল রাতে মাঠে নেমেছিল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। ডুসেলডর্ফে জার্মানির প্রতিপক্ষ ছিল হাঙ্গেরি আর আইন্দহোভেনে নেদারল্যান্ডস মাঠে নেমেছিল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। নিজ নিজ ম্যাচে দুই দলই পেয়েছে বড় জয়।

জার্মানি ৫,০ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরিকে এবং বসনিয়ার বিপক্ষে নেদারল্যান্ডস জিতেছে ৫,২ গোলে। অর্থাৎ আলাদা ম্যাচে দুই দল মিলে করেছে ১০ গোল। আর এই ১০ গোলের প্রতিটি করেছেন আলাদা ১০ খেলোয়াড়। ইউরোর পর রাতেই প্রথম মাঠে নামে জার্মানি। তবে ইউরোর সেমিফাইনালের সেই দল এবং এবারের দল ছিল একেবারেই আলাদা। ইউরোর পরপরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন ম্যানুয়েল নয়্যার, টনি ক্রুস, টমাস মুলার এবং অধিনায়ক ইলকায় গুন্দোয়ান।

তবে তরুণদের নিয়ে গড়া এই জার্মান দল ছিল দুর্দান্ত। হাঙ্গেরিকে পাত্তাই দেয়নি তারা। প্রথমার্ধে অবশ্য

এক গোলের বেশি করতে পারেনি জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছে চারবার। জার্মানির এই জয়ে গোল করেছেন নিকোলাস ফুলক্রুগ, জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান রিটজ, আলেক্সান্দার পাভলোভিচ ও কাই হাভার্টজ।

শুধু গোল করা কিংবা ম্যাচ জেতাই নয়, জার্মান দলের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও ছিল দারুণ। তবে সেটা আরও দৃঢ় করতে চায় তারা। ম্যাচ শেষে মুসিয়ালা বলেছেন, 'ফ্লোর (রিটজ) সঙ্গে খেলাটা দারুণ ব্যাপার।' মুসিয়ালা ও রিটজের বোঝাপড়ার নিয়ে কথা বলেছেন ফুলক্রুগও। তিনি বলেছেন, 'এটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার। দ্বিতীয়ার্ধে ফ্লো ও জামালের একসঙ্গে খেলাটা আমি দারুণ উপভোগ করেছি। তারা যখন এমন ছন্দে খেলে, সেটা সত্যিই উপভোগ্য। তাদের দলে পাওয়ায় আমরা সৌভাগ্যবান। এটা উপহারের মতো।'

একই রাতে জার্মানির মতোই প্রতিপক্ষের জালে পাঁচবার বল জড়িয়েছে নেদারল্যান্ডসও। যদিও বিপরীতে দুই গোল হজম করেছে তারা। ১৩ মিনিটে ডাচদের হয়ে প্রথম গোলটি করেন জশুয়া জিরকজি। ২৭ মিনিটে এর্মেদিন ডেমিরোকিভের গোলে সমতায়ও ফেরে বসনিয়া। কিন্তু বিরতির আগেই ব্যবধান ২,১ করে ডাচরা। আর বিরতির পর আরও তিনবার প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ায় রোনাল্ড কোমানের দল। এর মধ্যে বসনিয়া আরও একবার বল জালে জড়ালেও তা কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে।

ম্যাচ শেষে ডাচ কোচ রোনাল্ড কোমান বলেছেন, 'বলের দখল রাখা নিয়ে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। দল খুব উজ্জীবিত ও গতিময় ছিল। বিরতির পর আমরা দারুণ কিছু সময় পার করেছি। কিন্তু এরপরই আমাদের ম্যাচের ইতি টানতে হয়েছে। বসনিয়া যখন ম্যাচ ৩,২ করে ফেলল, তখন দলের মধ্যে কিছু সন্দেহ তৈরি হয়। তবে পুরো ম্যাচের চিত্রের দিকে তাকালে বুঝব, এটা আসলে প্রয়োজন ছিল না।'

এর আগে রাতের অন্য ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ২,০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধে গোল দুটি করেন ডেকলান রাইস ও জ্যাক গ্রিলিশ।

'আমার অধ্যায় শেষ' বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে মঈনের বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেন ইংলিশ অলরাউন্ডার মঈন আলী। ৩৭ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার ব্রিটিশ দৈনিক ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজে ইংল্যান্ড দলে সুযোগ না পাওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মঈন, জানিয়েছে ডেইলি মেইল। সাক্ষাৎকারে এই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার বলেছেন, ইংলিশ ক্রিকেটে তাঁর অধ্যায় শেষ, এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময়।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নেওয়া মঈন ইংল্যান্ডের হয়ে ২৯৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। সর্বশেষ তিনটি বিশ্বকাপে ছিলেন দলের সহ-অধিনায়ক। তবে সাম্প্রতিক সময়টা ভালো যাচ্ছিল না তাঁর। বিশেষ করে ব্যাট হাতে। মঈনের ব্যাট থেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বশেষ ফিফটি এসেছে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। এরপর ১৩ ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ৪২।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ২৫। তাই বয়স আর ফর্ম বিবেচনায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মঈনকে নেওয়া হয়নি। দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা পাঁচ ক্রিকেটার জর্ডান কক্স, ড্যান মৌসলি, জশ হাল, জন টার্নার ও জ্যাকব বেথেল।

নিজের অবসর নিয়ে মঈন বলেছেন, 'আমার বয়স ৩৭ বছর। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সুযোগ পাইনি। ইংল্যান্ডের হয়ে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। এখন পরের প্রজন্মের সময়, এটা আমাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার অধ্যায় শেষ।'

বাস্তবতা বুঝে বাদ পড়ার পর আবার দলে ফেরার চেষ্টা করবেন না মঈন। সাক্ষাৎকারে এই অলরাউন্ডার বলেছেন, 'আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতাম, আবার ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার চেষ্টা করতে পারতাম, কিন্তু আমি বাস্তবতা জানি, তাই চেষ্টা করব না। (ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য) আমি যথেষ্ট ভালো নই, অবসর নেওয়ার পরও এটা মনে হচ্ছে না। আমার এখনো মনে হয়, আমি খেলতে পারব। কিন্তু আমি আসল পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছি, দলের এখন নতুন চক্রে প্রবেশ করা প্রয়োজন। এটা নিজের কাছেও সৎ থাকার বিষয়।'

ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৮ টেস্টে মঈন উইকেট নিয়েছেন ২০৪টি, সেঞ্চুরি আছে ৫টি। টেস্টের এই অর্জনে বিশেষভাবে গর্বিত তিনি, '৫টি টেস্ট সেঞ্চুরির জন্য আমি গর্বিত। যদিও সংখ্যাটা মাত্র ৫, কিন্তু এটার মানে অনেক। যেহেতু বেশির ভাগ সময়েই আমি নিচের দিকে খেলেছি।'

অবসর নিলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এরপর কী? আপাতত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে গেলেও সামনে কোচিংয়ে আসার ইচ্ছা আছে মঈনের। তিনি বলেছেন, 'কোচিংয়ে আসতে চাই। এখানে অন্যতম সেরা হতে চাই। ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালেমর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। আশা করছি সবাই আমাকে মুক্ত চেতনার মানুষ হিসেবে চিনবে। ক্যারিয়ারে কিছু ভালো শট খেলেছি, কিছু খারাপ, আশা করছি মানুষ আমার খেলা উপভোগ করেছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**